খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

দীপাবলি

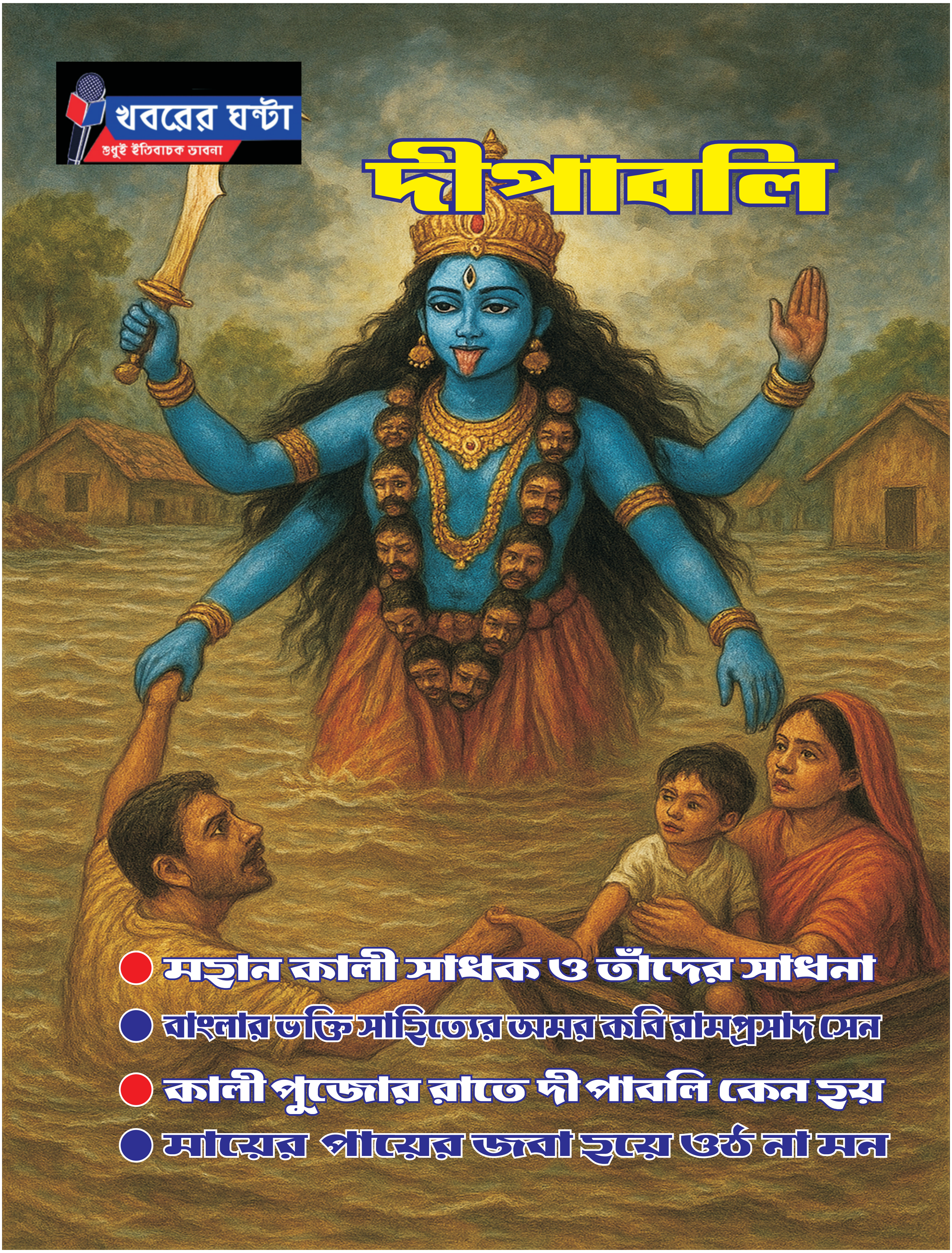

- মহান কালী সাধক ও তাঁদের সাধনা
- বাংলার ভক্তি সাহিত্যের অমর কবি রামপ্রসাদ সেন
- কালী পুজোর রাতে দীপাবলি কেন হয়
- মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না মন

With best compliments from :
SACHITRA GROUP OF COMPANIES
MANUFACTURING :
TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR
MANUFACTURING :
SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY
CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING
AGRICULTURE :
BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.
RETAIL :
PAUL AUTOMOBILES
M&C IRON STORES
VIBGYOR ENTERPRISE
SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE
SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001
74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI NURSING
INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

NPEC
Fabricating for Future
Happy
Diwali
May the festival of lights bring you endless joy, prosperity, and elegance
OUR VERTICALS
TUNNELING ▪ BRIDGES ▪ STEEL BUILDING ▪ GEOMETRICS ▪ FORMWORKS
GENERAL FABRICATION ▪ MACHINE SHOP
SILIGURI ▪ VIZAG ▪ JAIPUR
+91 94340 78190
+91 94340 19992
info@npec.in
npec.in

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS, MD
SENIOR CONSULTANT GYNAECOLOGIST

DR. VINAYAK DAS, MS
LAPAROSCOPIC SURGEON & FETAL MEDICINE SPECIALIST

Prof. BENU GOPAL DAS
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

SENIOR CONSULTANT

Dr. H. N. AGARWALA, MD, SENIOR CONSULTANT GYNAECOLOGIST
Dr. P. B. ROY, MBBS, TRAINED IN LAPAROSCOPIC SURGERY
PROF. DR. HAFIZUR RAHMAN, DNB, DGO, FICOG

CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME

Dr. SAILESH ROY, MS
Senior Gynaecologist
Laparoscopic & Onco Surgeon
Dr. Suparna Roy, MD
Dr. Vineeta Gupta, MD
Dr. Mallika Mukherjee, DGO
Dr. J. K. Jha, DGO, Senior Gynaecologist

NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS

Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

LAPAROSCOPIC SURGEONS

Dr. SAILAJA GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

EMERGENCY & BOOKING

RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF ABNORMALITY OF FOETUS BY
Dr. VINAYAK DAS

OUR SERVICES :

- Gynaecology
- Delivery
- General Surgery
- Laparoscopy Surgery
- Orthopaedic
- Advance Neonatal Care
- Level III NICU
- Pediatric
- High-tech USG
- Fetal Medicine
- Genetic Testing
- Pathological Laboratory
- Pharmacy
- Newborn & Child Vaccination

OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY
FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.

INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. IX Issue-4
1st October-31st October 2025 KALI PUJA
নবম বর্ষ-সংখ্যা-৪ দীপাবলি, ২রা কার্ত্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
অক্টোবর ২০২৫ দীপাবলি

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

মহান কালী সাধক ও তাঁদের সাধনা.........বিশ্ব চক্রবর্তী...............০৪

কালী সাধকদের কি রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে ....সুপ্রতীক গাঙ্গুলি...০৫

বাংলার ভক্তি সাহিত্যের অমর কবি রামপ্রসাদ সেন ....বিপ্লব সরকার...............................০৬

কালী শব্দের অর্থ....................বিনয় সরকার.............................০৭

কালীপুজোর রাতে দীপাবলি কেন হয়.......পল্লব চক্রবর্তী.............০৯

দুর্গাপুজোর পরপর দীপান্বিতা অমাবস্যায় কেন শ্যামা পুজো হয়.....................অরবিন্দ দত্ত..........................১১

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর.............১৪

শ্যামা কালি-প্রকৃতির রুদ্র রুপ ও করুণার প্রতিচ্ছবি ....বাপি ঘোষ...১৭

মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না মন....পাঞ্চালি চক্রবর্তী..............২০

সাধক রামপ্রসাদের কিছু শ্যামাসঙ্গীতের ব্যাখ্যা ....অরবিন্দ দে সরকার.......................২১

সকলের মন পবিত্রতায় ভরে উঠুক আলোর উৎসবে ....শিবেশ ভৌমিক..........................৩১

শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা বা রামপ্রসাদ কেন যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক...........................অরুনাভ পাল................৩৬

চারদিকের অন্ধকার দূর হোক.............................মৃনাল পাল......৪১

দীপাবলিতেও আমাদের সামাজিক কাজ চলবে.....নবকুমার বসাক...৪২

ছট পুজোর জন্য পরিবেশ রক্ষার আবেদন.................রমেশ শা.....৪২

দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই পুজো...........উৎপল সরকার ৪৪

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

ঃঃ অণু গল্প ঃঃ

রামপ্রসাদের পরিত্রাণ................বাপি ঘোষ..............................১৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

মা..তন্ময় ঘোষ................................২২

দীপাবলির রাত....................অসমঞ্জ সরকার............................২৩

নিকোটিনের শহর....................রাত্রি গাঙ্গুলি..............................২৩

বিপর্যস্ত সময়....................অশোক পাল..................................২৪

ভালোবাসো নিজেকে....................রিয়া মুখার্জী.........................২৪

শক্তিরুপিনী ....গোপা দাস..৪৩

রক্ষা করো তোমার ভারত ভূমি..................মুকুল দাস...............৪৩

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ভিন্নধর্মী এক আলোকিত নারী..২৫

গ্লোবাল আইকন পেলেন শিলিগুড়ির কুডো গুরু
সহদেব বর্মন..২৬

দুর্গা বা কালীর মতো হতে হবে মেয়েদের.................................২৭

উৎসবে মধুরিমা ফ্যাসিনেশন...২৭

স্বপ্নের বদলে সিলেবাস, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় যুব
সংঘের পুজো..২৮

শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার ঃ মিষ্টির ঐতিহ্য, পঞ্চাশ
বছরের আস্থার স্বাদ..২৮

অসুস্থতার মধ্যেও অনুপ্রেরণা ঃ শিলিগুড়ির দাস পরিবার আজও
সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় অটল...২৯

নদী মাতার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা শিলিগুড়িতে................................২৯

Jyotsna Agarwala-The Enlightened Woman of North
BengalSpecial Report..30

সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা..৩৬

ডাঃ জি বি দাস-উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত স্ত্রী
রোগ বিশেষজ্ঞ..৪০

নির্মল কুমার পাল-সমাজমনস্ক এক সংগঠক..............................৪০

অন্ধকারে আলো খুঁজছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র
আতসবাজি কারখানা...৪১

গৌরী চৌধুরীকে সংবর্ধনা..৪৪

অমৃত—কথা

মা কালীর প্রার্থনা মন্ত্র

"ওঁ ক্রীং কাল্লে নমঃ পঞ্চায়মৃত ঘ্রানম সমর্পয়ামিষ/ওঁ ক্রীং কার্ল্লে নমঃ গঙ্গাস্নানম সমর্পয়ামি।"

সম্পাদকীয়

অন্ধকারে আলোর সন্ধান-মা কালী যেন জোগান শুভবুদ্ধির প্রদীপ

দেবী কালী-- জগন্মাতা, সময়ের স্রষ্টা ও বিনাশের প্রতীক। তিনি ধ্বংস করেন অশুভকে, কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই জন্ম দেন নতুন শুভ শক্তির। তাই কালী পুজো কেবল ভয়ঙ্কর রুপের পূজা নয়-- এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক বার্তা ঃ " অন্ধকারকে ভয় নয়, তার মধ্যেই জাগে আলোর বীজ।" এই বছর কালীপুজোর প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি যেন এক ভয়াল রুপে ধ্বংসের মহাযজ্ঞ দেখিয়েছে। পাহাড় ভেসেছে বৃষ্টির জলে, ডুয়ার্সে নদী ভেঙে গেছে , বহু মানুষ হারিয়েছেন তাদের প্রিয়জন ও আশ্রয়। এই সময়ে মা কালী যেন আমাদের চোখে তুলে ধরেছেন--প্রকৃতির রুদ্ররুপও আমাদেরই সৃষ্টি। বৃক্ষ নিধন, অতি ভোগের লালসা, পরিবেশের অবমাননা-- এইসবই আজ মহাকালীর ক্রোধের কারণ। তান্ত্রিক সাধক ভৈরবচরণ লাহিড়ী বলেছিলেন," কালী ধ্বংস করেন অহঙ্কার, জাগান করুনা।" এই করুনাই আজ মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাই এবারের কালী পুজো হোক ভোগ-বিলাসের নয়, মানবিকতার পুজো। যেসব উদ্যোক্তা পুজোর জৌলুস কমিয়ে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তারা প্রকৃত অর্থে দেবী মাতার আশীর্বাদধন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন,"যে কালীকে পাথরে খুঁজিস, সে কালী মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। দুঃখীর মুখে দেখ মা কালীর মুখ। " এই বাণীই আজকের সময়ের মন্ত্র। পুজোর দিনে প্রদীপ জ্বালানোর আগে যদি আমরা এক অসহায় মানুষকে আলো দিই, তবেই কালী আরাধনা সত্য হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, " কালী সেই শক্তি, যিনি মৃত্যু ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের চিরন্তন জাগরন ঘটান। " তাই এই বিপর্যয়ের সময় মা কালী আমাদের শেখাচ্ছেন-- ভয় নয়, সহানুভূতি ও ঐক্যের শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। চলুন, এবারের কালী পুজো হোক এক নতুন অঙ্গীকার -- ১) বৃক্ষ নিধন নয়, বৃক্ষরোপনই আমাদের প্রণাম, ২) অপচয় নয়, সংযমই আমাদের উপাসনা ,৩) ভোগ নয়, সেবাই আমাদের সাধনা। মা কালী যেন সকলের মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, প্রকৃতির ক্রোধকে শান্ত করেন, আর আমাদের শেখান-- অন্ধকার কখনও শত্রু নয়, সে তো আলোরই অপেক্ষা।

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Best Wishes From

KUDO MIXED MARTIAL ART ASSOCIATION

Siliguri, West Bengal

Our Motto

Benefits for kudo MMA

BENEFITS FOR self defense students

1. DISTRICT TOURNAMENT
2. STATE TOURNAMENT
3. NATIONAL TOURNAMENT
4. SCHOOL GAMES OF INDIA KUDO TOURNAMENT
5. INDIA'S BIGGEST MARTIAL ART TOURNAMENT AKSHAY KUMAR KUDO CHAMPIONSHIP
6. ASIA KUDO CHAMPIONSHIP
7. KUDO WORLD CUP
8. STATE PLAYER OF MARTIAL ARTIST
9. NATIONAL PLAYER OF MARTIAL ARTIST
10. STATE SEMINAR/ KUDO CAMP

BENEFITS FOR KUDO MMA STUDENT'S

1. PHYSICAL FITNESS
2. SELF CONFIDENCE
3. SELF DEFENCE LEARNING
4. HUMANITY DEVELOPMENT
5. SPORTS QUOTA (CENTRAL GOVERNMENT RESERVATION JOB)
6. KUDO RECOGNISED SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA (SGF)
7. SGFI RECOGNIZED BY MINISTRY OF STATE SEMINAR / KUDO CAMPS YOUTH & SPORTS AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA
8. WELL DISCIPLINE

SHIHAN SAHADEV BARMAN

6th Degree Black Belt

Director of North East India KIFI

State President of Kudo MMA Association

West Bengal

Email : kudommawestbengal@gmail.com/sahadevkarate@gmail.com

Ph. no : 9434874839/9800890638

Visit our Website : www.kudowestbengal.org

www.martialartacademy.in

মহান কালীসাধক ও তাঁদের সাধনা

বিশ্ব চক্রবর্তী (দক্ষিন ২৪ পরগণা)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬) ঃ

দক্ষিনেশ্বর কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে তিনি মাতৃ সাধনায় সম্পূর্নরুপে নিমগ্ন হন। দেবী কালীর কাছে তিনি ঈশ্বরস্বরুপ দর্শন লাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনা বাংলার আধ্যাত্মিক জগতে এক নতুন দিশা দেয়।

বামাক্ষ্যাপা (১৮৩৭ থেকে ১৯১১) ঃ

তারাপীঠের প্রখ্যাত কালীসাধক । দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী ও মা তারা-র প্রতি অনন্য ভক্তি ছিল তাঁর। অদ্ভূত আচরন ও অলৌকিক ক্ষমতার জন্য তিনি বামাক্ষ্যাপা নামে পরিচিত হন।

রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮ থেকে ১৭৭৫) ঃ

ভক্তিমূলক কীর্তন ও শ্যামা সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। মা কালীকে জননী রুপে ডেকে তিনি অসংখ্য হৃদয়গ্রাহী গান রচনা করেন। তাঁর গান আজও কালীভক্তদের কাছে সাধনার অমৃত।

কামাখ্যা সাধক (অসম) ঃ

কামাখ্যা মন্দির বহু তন্ত্র সাধকের কেন্দ্র। এখানে বহু সিদ্ধ পুরুষ কালীসাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন।

আনন্দময়ী মা (১৮৯৬ থেকে ১৯৮২) ঃ

বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধিকা। কালী ও কৃষ্ণ ভক্তি তাঁর সাধনার মূল ধারা। তিনি অসংখ্য মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনের পথে পরিচালিত করেছিলেন।

কালী সাধকদের বৈশিষ্ট্য হলো-- ভক্তি ও আত্ম সমর্পন ঃ দেবীকে সর্বস্ব সমর্পন করা।

তন্ত্র সাধনা ও উপাসনা ঃ মন্ত্র, যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শক্তি সাধনা।

করুনা ও অলৌকিকতা ঃ মানুষের কষ্ট মোচনে দেবীর শক্তি আহ্বান।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

কালী সাধকদের কিরকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে

সুপ্রতীক গাঙ্গুলি (নবদ্বীপ, নদীয়া)

সব কালী সাধককেই অনেক কষ্ট ভোগের পর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হয়েছে। যেমন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ

দক্ষিনেশ্বরে তাঁর ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রবল ছিল যে অনাহারে, নির্ঘুম অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। অনেকেই তাঁকে পাগল মনে করত, সমাজে অপমানও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এতো কষ্টের পরও তিনি বলতেন, ‘‘মাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।’’

বামাক্ষ্যাপা ঃ

তারাপীঠে তিনি বহু সময় শ্মশানে বসে সাধনা করেছেন। সমাজ তাঁকে পাগল, অদ্ভুত , এমনকি অপবিত্র বলে ব্যঙ্গ করতো। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন--- ‘‘ মা ছাড়া আমার কিছুই নেই।’’

রামপ্রসাদ সেন ঃ

দারিদ্র্যে জর্জরিত ছিলেন।সংসারের অভাব- অভিযোগ, অর্থ কষ্ট তাঁকে বারবার কষ্ট দিয়েছে। তবুও তিনি বলেছিলেন-- ‘‘যত দুঃখ দাও মা, আমি শুধু তোকে ডাকব।’’তাঁর গানেই বোঝা যায় দুঃখকেও তিনি কালী মায়ের কৃপা হিসেবে গ্রহন করেছিলেন।

অন্যান্য তান্ত্রিক সাধকরা ঃ

শ্মশানবাস, দীর্ঘ উপবাস, কঠিন মন্ত্র সাধনা, অন্ধকার রাতে ভয়ঙ্কর পরিবেশে ধ্যান-- এসবই ছিল তাঁদের পথের অংশ। কখনো সমাজচ্যুতি,কখনো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা--সবই তাঁরা সহ্য করেছেন।

এতো কষ্টের পরও তাঁরা কেন সাধনা ছাড়েননি? ঃ

অটল বিশ্বাসঃ মা কালীই সর্বস্ব-- এই বিশ্বাস তাঁদের শক্তি দিয়েছে।

আত্ম সমর্পন ঃ কষ্টকে শাস্তি নয় , বরং দেবীর পরীক্ষা ভেবে মেনে নিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ঃ ঈশ্বর লাভ ছাড়া শান্তি নেই-- এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁদের এগিয়ে নিয়ে গেছে।

দেবীর কৃপা ঃ তাঁরা মনে করতেন, প্রতিটি দুঃখ- অভিজ্ঞতাই কালী মায়ের কাছাকাছি যাওয়ার সোপান।

সহজ ভাষায় বলা যায়-- ‘‘ যেমন সোনা আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়, তেমনই সাধকের জীবন দুঃখে-দুঃখে পবিত্র হয়।’’

বাংলার ভক্তি-সাহিত্যের অমর কবি রামপ্রসাদ সেন

বিপ্লব সরকার

রামপ্রসাদ সেন শুধু কালী সাধকই নন, তিনি বাংলার ভক্তি-সাহিত্যের এক অমর কবি। কেন তিনি এত সুন্দর শ্যামা সঙ্গীত লিখতে পেরেছিলেন আর কেন আজও তিনি কালজয়ী, সেটা কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখা করা যায়--

অটল ভক্তি ঃ তাঁর কাছে মা কালী ছিলেন জননী।তিনি মায়ের সঙ্গে যেমন সন্তান কথা বলে, তেমনই সহজ, অকৃত্রিম ভাষায় গান লিখেছেন।

দুঃখকে ভক্তিতে রুপ দেওয়া ঃ দারিদ্র্য, সংসারের চাপ, অনটন--সব কষ্ট তিনি গানে ঢেলে মায়ের কাছে নিবেদন করেছেন।

অভিজ্ঞতার মিশেল ঃ শ্মশ্যানে ধ্যান, মন্দিরে পূজা , আর ঘরের অভাব-- সব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে তিনি জীবন্ত অনুভূতিকে গানে পরিনত করেছেন।

সহজ ভাষায় ঃ তাঁর গানগুলিতে দার্শনিকতা থাকলেও ভাষা ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষের বোধগম্য। তাই লোক থেকে রাজা-- সবার হৃদয় ছুঁয়েছিল।

ভক্তি ও কাব্যের মেলবন্ধন ঃ কাব্যের সৌন্দর্য ও ভক্তির গভীরতা একসঙ্গে মিলেছিল বলে গানগুলো শ্রুতিমধুর হয়েছে।

কেন রামপ্রসাদ আজও কালজয়ী ঃ

মানুষর হৃদয়ের সঙ্গে যোগ ঃ দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ --প্রত্যেক অনুভূতি তাঁর গানে আছে। তাই আজও মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর গানে খুঁজে পায়।

অমর ভক্তিগীতি ঃ শ্যামা সঙ্গীত শুধু ধর্মীয় সঙ্গীত নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

অটল প্রাসঙ্গিকতা ঃ সময় পাল্টালেও মা- সন্তানের সম্পর্ক বা দুঃখে-সুখে ঈশ্বরকে ডাকার আকাঙ্ক্ষা কখনো পুরোনো হয় না।

শক্তির উৎস ঃ তাঁর গান শুনলেই মনে হয় মা কালী যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁকে যুগ যুগান্তরে জীবন্ত রেখেছে।

সংক্ষেপে বলা যায় -- রামপ্রসাদ সেন ভক্তিকে কবিতায় রুপ দিয়ে বাংলার আধ্যাত্মিক সাহিত্যে চিরকালীন হয়ে আছেন। তাঁর গান হলো দুঃখে শান্ত।

কালী শব্দের অর্থ

বিনয় সরকার (আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

কালী শব্দটি এসেছে কাল শব্দ থেকে, যার অর্থ সময় বা অন্ধকার। সেই হিসেবে কালী মানে সময়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা অন্ধকারের মধ্যে আলো প্রকাশ করা শক্তি। তিনি সেই শক্তি যিনি সমস্ত সৃষ্টি, পালন ও লয়-- তিনটি কাজের উৎস।

অর্থাৎ কালী মানে শুধু ভয়ঙ্কর দেবী নন, তিনি মহাশক্তি, মায়া , সময়ের মা-- যিনি সর্বনাশের মধ্যেও সৃষ্টি ঘটান।

শ্যামা কালী মানে কি?

শ্যামা শব্দের অর্থ গাঢ় নীল বা কৃষ্ণ বর্ণা। সেইজন্য শ্যামা কালী মানে সেই কালী যিনি শ্যাম বর্ণা, মা বিশ্বজননী রুপে শান্ত ও করুনাময়ী। তিনি ঘরোয়া পুজোতে বেশি পূজিতা হন, যেমন দীপান্বিতা অমাবস্যায়।

কালী কয়রকম ঃ

শাস্ত্র মতে কালীদেবীর চারটে প্রধান রুপ রয়েছে।

১) দক্ষিনা কালী ঃ সবচেয়ে জনপ্রিয় রুপ। তিনি মমতাময়ী, দয়ালু, ভক্তরক্ষাকারী। ডান পা শিবের বুকে, মুখে হাস্য, দয়া ও করুনার ভাব।

২) শ্যামা কালী ঃ গৃহস্থদের পূজিতা দেবী, শান্ত ও স্নেহময়ী রুপ। সাধারণত দীপাবলি বা কালীপুজোয় এই রুপেই পূজা হয়।

৩) চামুন্ডা কালী (চন্ডী বা রুদ্র কালী) ঃ ভীষণ, ভয়ঙ্কর রুপ, অসুর নিধনে প্রবল। তন্ত্র সাধনায় বিশেষভাবে পূজিতা।

৪) ভদ্র কালী ঃ কল্যানময় রুপ। তিনি শান্তি, সুরক্ষা ও শুভ শক্তির প্রতীক।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

সকলকে দীপাবলি ও কালী পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

কালীপুজোর রাতে দীপাবলি কেন হয়

পল্লব চক্রবর্তী (ইসলামপুর)

কালী পুজো ও দীপাবলি আসলে দুটি আলাদা উৎসব হলেও, তাদের অন্তর এক। দীপাবলি বা দীপান্বিতা অমাবস্যা মানে “ যে রাতে অন্ধকারের মধ্যেও প্রদীপ জ্বেলে আলো ছড়ানো হয়।” এই অমাবস্যার রাতে চারিদিকে অন্ধকার থাকে, তাই এই রাতে মানুষ অন্ধকার দূর করতে দীপ জ্বালায়, যা শুভ ও পবিত্র শক্তির প্রতীক।

ঠিক সেই রাতেই শ্যামা কালী বা মহাকালী পূজিত হন-- তিনি অন্ধকার ও অশুভ শক্তির বিনাশক। তাই, একই রাতে আলো (দীপাবলি) ও শক্তি (কালী)-- এই দুইয়ের মিলন ঘটে। দীপাবলি হলো আলোর উৎসব, আর কালীপুজো হলো অন্ধকার জয় করার শক্তির আরাধনা।

দীপাবলি ও কালী পুজোর মিল ঃ

দীপাবলি ও কালী পুজোর মধ্যে মিল বলতে এর অর্থ অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালানো অশুভ শক্তির বিনাশ ও শক্তির পূজা দুটোই আলো ও শুভ শক্তির প্রতীক। সময় অমাবস্যা তিথি (কার্তিক মাসে) একই অমাবস্যা তিথিতে একই দিনে উদযাপন প্রধান ভাব আলো, আনন্দ, সম্পদ, শুভ শক্তি, রক্ষা , অশুভ বিনাশ শুভ শক্তির জয়।

দেবতা/দেবী মা লক্ষী (সম্পদের দেবী) মা কালী (শক্তির দেবী) দুজনেই আদ্যাশক্তি-- দেবী দুর্গার রূপ। প্রতীক প্রদীপ, আলো, আতসবাজি মন্ত্র তন্ত্র, প্রদীপ, শক্তি পূজা অন্ধকারে আলো ও শক্তির প্রকাশ।

সংক্ষেপে বলা যায়-- দীপাবলি হলো আলোর উৎসব, আর কালী পুজো হলো আলোর জন্মদাত্রী শক্তির আরাধনা। দুটোই আমাদের শেখায় -- অন্ধকার যত গভীরই হোক, শেষ পর্যন্ত আলো ও শক্তিই জয়ী হয়।

With Best Compliments From :
Gopal Paul
CELL : 98320-52694
98320-48871
Shyamali Mistanna Bhandar
SMB
শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার
লালা লাজপত রায় রোড, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-734006, ফোনঃ 98320-52694, 98320-48871
All Kinds of Sweets & Dohi available here
WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE
Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

দুর্গা পুজোর পরপর দীপান্বিতা অমাবস্যায় কেন শ্যামা পুজো হয় ?

অরবিন্দ দত্ত (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

শ্যামাপুজো বা কালী পুজো বাংলা সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব , যা সাধারণত দীপান্বিতা অমাবস্যায় (দীপাবলির রাতে) পালিত হয়। এটি দুর্গা পুজোর পরপরই অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর পিছনে ধর্মীয়, পৌরানিক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণ হয়েছে।

পৌরানিক কারন ঃ হিন্দু পুরান অনুসারে, মা কালী হলেন দুর্গার একটি ভয়ঙ্কর রুপ, যিনি অসুর দমনের জন্য অবতীর্ন হয়েছিলেন। দীপান্বিতা অমাবস্যা, যা অন্ধকার রাত্রি হিসেবে পরিচিত, মা কালীর শক্তির সাথে সংযুক্ত ।এই রাতে তাঁর পূজা করলে তিনি অন্ধকার (অজ্ঞানতা, ভয়, নেতিবাচক শক্তি) দূর করেন এবং ভক্তদের আলো (জ্ঞান, শান্তি, সমৃদ্ধি) দান করেন।

পুরানে আছে, মা কালী রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এই সময়ে তাঁর শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাই অমাবস্যার অন্ধকার রাত তাঁর পূজার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণ ঃ অমাবস্যা তিথি শক্তি পূজার জন্য অত্যন্ত পবিত্র। অমাবস্যায় চাঁদের আলো না থাকায় এটি মা কালীর তান্ডব রুপের সাথে মানানসই। এই সময়ে তাঁর আরাধনা করলে নেতিবাচক শক্তি, ভূত-প্রেত, বাধা ইত্যাদি দূর হয়।

দুর্গাপুজোর পরে কালী পুজো হওয়ার কারণ হলো, দুর্গাপুজোতে মা দুর্গা অসুর বিনাশ করেন, আর কালী পুজোতে তাঁর কালী রুপে সমস্ত অশুভ শক্তির সম্পূর্ন ধ্বংস এবং নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে পূজা হয়।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কারণ ঃ দীপান্বিতা অমাবস্যা হলো দীপাবলির রাত, যখন আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর করা হয়। মা কালী অন্ধকারের দেবী হলেও তিনি ভক্তদের জীবন থেকে অজ্ঞানতা ও দুঃখ দূর করেন। তাই এই রাতে তাঁর পূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলায় কালী পুজোর ঐতিহ্য রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং অন্যান্য সাধকদের দ্বারা আরও জনপ্রিয় হয়েছে। এই সময়ে শ্যামা সঙ্গীত

In Loving Memory

Late Sudhendu Sarkar

College Para, Siliguri

This Diwali, we remember and honor the cherished soul of Late Sudhendu Sarkar, whose kindness, warmth, and inspiring presence continue to light our hearts. Just as Diwali celebrates the triumph of light over darkness, we celebrate his life — a beacon of love, compassion, and integrity.
May his memory illuminate our lives forever, and may the festival of lights bring peace and blessings to all.
With deepest respect and remembrance.

— From family, and well-wishers

গাওয়া এবং তান্ত্রিকমন্ত্রে পূজা করা হয়।

শ্যামা পুজোর আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং ব্যবহারিক উপকারিতা অনেক।

অশুভ শক্তি থেকে মুক্তি ঃ মা কালীকে ভয় ও নেতিবাচক শক্তির ধ্বংসকারী হিসেবে পূজা করা হয়। এই পূজা জীবন থেকে ভূত-প্রেত, কালো জাদু , নেতিবাচক প্রভাব এবং দুর্ভাগ্য দূর করে। তান্ত্রিক বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে পূজা করলে বাধা-বিঘ্ন দূর হয় এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ঃ

মা কালী জ্ঞান ও মুক্তির দেবী। তাঁর পূজা মনের অজ্ঞানতা দূর করে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ দেখায়। ভক্তরা মনে করে, এই পূজা তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। তান্ত্রিক সাধনার জন্য এই সময় বিশেষ উপযুক্ত, কারণ মা কালী তান্ত্রিক দেবী হিসেবে পরিচিত।

মানসিক শান্তি ও শক্তি ঃ শ্যামাপুজো ভক্তদের মানসিক শান্তি দেয়। মা কালীর কাছে প্রার্থনা করলে ভয়, উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা কমে। তিনি ভক্তদের সাহস ও শক্তি দেন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য।

শ্যামা সঙ্গীত গাওয়া বা শোনা মনকে শান্ত করে এবং ভক্তি ভাব জাগায়।

সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য ঃ দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালী পুজোর সাথে লক্ষীপুজোও অনেকে করে। মা কালী অশুভ শক্তি দূর করে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন। এই সময়ে পূজা করলে ব্যবসা,কাজ এবং পারিবারিক জীবনে সৌভাগ্য আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

অনেকে এই সময়ে নতুন উদ্যোগ শুরু করেন, কারণ এটি শুভ বলে মনে করা হয়।

পারিবারিক কল্যান ঃ

শ্যামা পুজো পরিবারের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও কল্যান নিয়ে আসে। বিশ্বাস করা হয় যে মা কালী পরিবারকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

এই পূজা মধ্যরাত্রি বা নিশীথে শুরু করা শুভ। এই সময়ে মা কালীর শক্তি সবচেয়ে প্রবল বলে মনে করা হয়।

পূজার উপকরন ঃ ফুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (মিষ্টি, ফল,কখনও কখনও মাছ বা মাংস অনুযায়ী ঐতিহ্য), সিঁদুর এবং শ্যামা সঙ্গীত।

মন্ত্র ঃ ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ ' বা অন্যান্য কালী মন্ত্র জপ করা যায়।

শ্যামা সঙ্গীত ঃ রামপ্রসাদ সেনের গান বা নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত গাওয়া হয়, যা পূজার ভাব বাড়ায়।

ভক্তি ঃ সত্যিকারের ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে পূজা করলে মা কালী সাড়া দেন।

দুর্গা পুজোর পর দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্যামা পুজো হয় কারণ এই সময় মা কালীর শক্তি সবচেয়ে প্রকট। এটি অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখায় এবং ভক্তদের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও শক্তি নিয়ে আসে।এই পূজা করলে ভয়, বাধা এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তাই এই সময়ে ভক্তিভরে মা কালীর পূজা করা অত্যন্ত ফলদায়ক।

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

আলোর খোঁজে

আজ আমরা অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি দুর্নীতি আর দুর্বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার থেকে পরিত্রান পেতে মহাশক্তিরুপিনী মায়ের কাছে কাতর আবেদন জানাই-- অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির প্রকাশ ঘটাও মা !

সমীর নন্দী, শ্রীপল্লী, তিনবাত্তি, শিলিগুড়ি-৫

Happy Kali Puja & Deepawali Greetings to all
মহিলাদের ব্লাউজ, নাইটি, চুড়িদার, হাউসকোট ইত্যাদি সবকিছু
যত্ন সহকারে এখানে তৈরি করা হয়। একবার পরীক্ষা করে দেখুন—
THE NEW
BEAUTY TAILORS
Ladies Specialist
SETH SRILAL MARKET, SILIGURI
DAS BHAWAN
MOBILE : 8250803565 /7602912045

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --২৮)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী,সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

এর কিছুদিন পরেই উনি দেহ রাখলেন। উনার দিব্য দৃষ্টিতে মনে হয় আমার আজকের এই দিনটি অনেক পূর্ব্বেই দেখেছিলেন। অভি ক্রমশ অনুরাধার শরীরকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে সারা অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলো। অনু কেঁপে উঠলো নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। শরীরটা অভির কাছে সঁপে দিল-- মনে হলো তৃষ্ণার্ত অবস্থার অবসান ঘটতে চলেছে। অপরদিকে অভি নারী দেহের রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত। তার হাত এখন অনুর শরীরের অভ্যন্তরের গভীরে পৌঁছে গেছে ।আরেকটু এগুলোতেই প্রার্থিত স্থানে পৌঁছে যাবে। উরু সন্ধির রেশমের মতো মোলায়েম তৃণভূমি, গুহা মুখে হাত রাখলো হালকাভাবে চাপ দিতেই জলের স্রোত বেরিয়ে এলো। যা এতোদিন কোন অজানা পর্বতের মধ্যে জমে ছিল হ্রদের ন্যায়। ভূমিকম্পের আলোড়নে এতদিনে জমে থাকা, উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলো। অভির হাতের আঙ্গুল ও তালু ভিজে গেলো। অস্ফুট স্বরে অনুরাধা বলে উঠলো-- এবার আমি আর এই প্রচন্ড আলোড়নের চাপ সইতে পারছি না। এই বলে অভির হাতটি সরিয়ে দিলো।

অনুরাধা একটু স্থিত হয়ে অভিকে বলে, দেখ আমাদের সম্পর্ককে

Happy Deewali & Chhath Puja Greetings To All :
Ramesh Shah (Micro Artist) 9064436228 (M)
President
Uttam Roy (Suku)
Secretary
GITA DEVI GHAT
CHHATH PUJA WELFARE SOCIETY
SAMAR NAGAR, SILIGURI

এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অভি থামিয়ে দিয়ে বলে আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না-- তা তুমি খুব ভালো ভাবে জানো। মোদ্দা কথা আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাই-- সংসার করতে চাই।

আগামীকালই কথা বলতে চাই-- তোমার সম্মতি আছে তো? একটা কথা জানা দরকার ধর যদি বুনানি আবার তোমার জীবনে ফিরে আসতে চায় তাহলে? অভি খুব চমকে গেলো। জানতে চাইলো তোমার সাথে ওর যোগাযোগ আছে নাকি। না, তুমিতো জান বুনি আমাকে সহ্য করতে পারতো না, আমার সাথে ওর এক মাসির সাথে যোগাযোগ আছে। ওর মাধ্যমেই জেনেছি, বুনির অমতে হয়, একটি কন্যা সন্তান আছে। কিন্তু ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে, আসলে ওর স্বামী অন্য বিদেশি মেয়ের সাথে রিলেশনশীপে ছিল, শুধু সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য ঠাকুরদাদার উইল অনুযায়ী বিয়েটা হয়। তবে বুনি ওয়েল কমপেনসেটেও , লন্ডনে বাড়ি-গাড়ি প্রচুর ব্যাঙ্ক ডিপোজিট। বুনির ইচ্ছে এখন ও মুক্ত কোনো বাধা নেই। বুনি চাইছে ওর কৈশোরের অসম্পূর্ন প্রেমকে সম্পূর্ন করতে। বুনি তোমাকে ফিরে পেতে চায়-- তোমার প্রায় সব কথা জানে। কৈশোরের প্রেম মানুষের মনের অবচেতনে একটা গভীর ছাপ রেখে যায়। তাই বলছি, অভি হঠাৎ করে রেগে যায় বলে, অনুরাধা চুপ করো। (ক্রমশ)

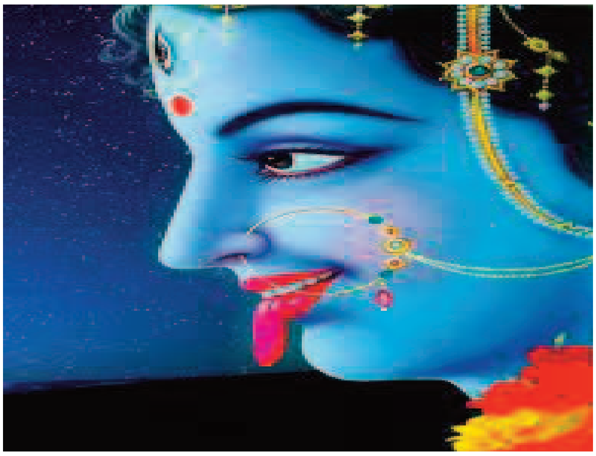

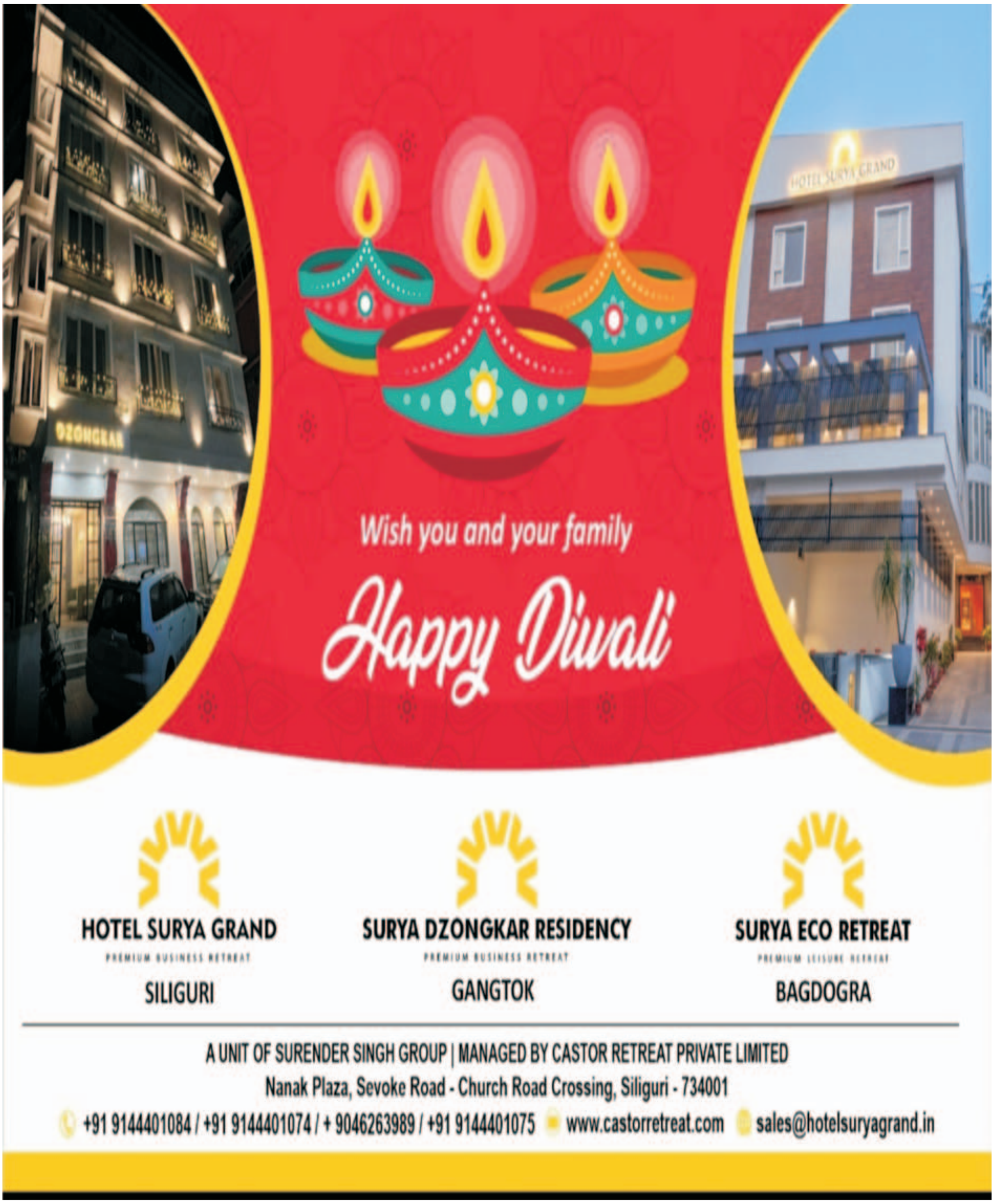
Wish you and your family
Happy Diwali
HOTEL SURYA GRAND
PREMIUM BUSINESS RETREAT
SILIGURI
SURYA DZONGKAR RESIDENCY
PREMIUM BUSINESS RETREAT
GANGTOK
SURYA ECO RETREAT
PREMIUM LEISURE RETREAT
BAGDOGRA
A UNIT OF SURENDER SINGH GROUP | MANAGED BY CASTOR RETREAT PRIVATE LIMITED
Nanak Plaza, Sevoke Road - Church Road Crossing, Siliguri - 734001
+91 9144401084 / +91 9144401074 / + 9046263989 / +91 9144401075
www.castorretreat.com
sales@hotelsuryagrand.in

শ্যামা কালী--প্রকৃতির রুদ্র রুপ ও করুণার প্রতিচ্ছবি

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স আজ যেন মা কালীরই রুদ্ররুপে জেগে উঠেছে। একদিকে পাহাড়ে ঘন ঘন ধস, অন্যদিকে ডুয়ার্সে ভয়াবহ বন্যা-- মানুষ হারিয়েছে ঘর, প্রাণ , আর শান্তি। কিন্তু এই ধ্বংসলীলার গভীরে কি কেবল বৈজ্ঞানিক কারণই আছে? নাকি এর সঙ্গে যুক্ত আছে এক গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত-- প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের অসামঞ্জস্য?

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাহাড়ি অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত নির্মান, বৃক্ষনিধন, নদীর গতিপথে বাধা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। অতি বৃষ্টি হচ্ছে ঘন ঘন--জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে। মাটির নিচের স্তর দুর্বল হয়ে পড়ছে বৃক্ষরোপনহীনতার কারণে। নদীর তীরে অনিয়ন্ত্রিত বসতি ও বালি তোলার কারণে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে আকস্মিক বন্যা। অর্থাৎ প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে মানুষের অবহেলায়। আর এই ধ্বংসই প্রকাশ পাচ্ছে ধস ও বন্যা হিসেবে-- যেন এক " প্রতিশোধ নয়, সতর্কবার্তা"।

কালী মানেই কাল অর্থাৎ সময়। সময় যেমন সৃষ্টি করে, তেমনই ধ্বংস করে। শাস্ত্রে বলা আছে --" কালিকা তু প্রজানীতা সংহারিণী চ পার্বতী" অর্থাৎ কালী সৃষ্টির উৎস এবং ধ্বংসের শক্তি-- উভয়েরই প্রতীক। কালী দেবী প্রকৃতির রুপান্তরের শক্তি। তিনি ধ্বংস করেন শুধু অশুভকে, যাতে নতুন শুভ জন্ম নিতে পারে। প্রকৃতির ধ্বংসও অনেক সময় সেই রুপান্তরের মাধ্যম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন--" যে কালী ধ্বংস করে, সেই কালী আবার জীবন দেয়। ধ্বংসের মধ্যে জন্ম লুকিয়ে আছে। "

আজকের পাহাড় ধস, বন্যা-- হয়তো মা কালী সেই শিক্ষা দিচ্ছেন-- "প্রকৃতিকে ভালোবাসো, না হলে প্রকৃতি তোমার অহংকার ধ্বংস করবে। "

শাস্ত্র মতে, শ্যামা অর্থ অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারই প্রকৃতির গর্ভ-- যেখানে সৃষ্টি জন্ম নেয়। তন্ত্রে কালীকে বলা হয়েছে --"প্রকৃতি পরমা দেবী, শ্যামা বিশ্বজননী।" অর্থাৎ কালী নিজেই প্রকৃতি-- তিনি নদী, বৃক্ষ, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও মাটির সংহত রুপ। তাই কালী পুজো মানে কেবল দেবীর আরাধনা নয়-- প্রকৃতির প্রতিই শ্রদ্ধা। শ্যামা পুজো আমাদের শেখায়--১) ধ্বংস নয়, সংরক্ষনই পূজা, ২) শোষণ নয়, সহাবস্থানই ধর্ম। ৩) প্রকৃতির প্রতি প্রেমই কালী সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

তান্ত্রিক সাধক লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন, " কালী হচ্ছেন ভূ-তত্ত্বের জীবন্ত শক্তি। ভূমিকম্প, ঝড়, বৃষ্টি--সব তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস। "

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন," প্রকৃতির মধ্যে কালী বিরাজ করেন, তাঁর ধ্বংসলীলাও করুণা। কারণ ধ্বংস ছাড়া নতুন সৃষ্টির পথ খুলে যায় না। "

যোগিনী মাতা আনন্দময়ী বলেছিলেন," প্রকৃতির রুদ্ররুপ দেখে ভয় নয়, তাতে প্রণাম করতে শেখো। কারণ সেই শক্তিই জীবনের ভিত্তি। "

এই শ্যামা পুজোয় চলুন আমরা শপথ নিই। ১) বৃক্ষরোপনই হবে আমাদের অঞ্জলি ,২) প্লাস্টিক-মুক্ত পুজোই হবে আমাদের শুদ্ধি, ৩) বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হবে আমাদের প্রদীপ দান।

মা শ্যামা কালী যেন আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সেই শুভ বুদ্ধি--যাতে আমরা বুঝি, প্রকৃতি ও মানুষ আলাদা নয়-- দুজনেই এক মা-র সন্তান।

শ্যামা কালী ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি খুঁজে নেন। তাঁর অন্ধকার চিরন্তন আলোয় পৌঁছানোর পথ। আজ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ধস, প্রতিটি বন্যা যেন আমাদের শেখায় --"প্রকৃতিকে ভালোবাসো, তবেই মা শ্যামা প্রসন্ন হবেন। "

রামপ্রসাদের পরিত্রাণ

(কাল্পনিক একটি গল্প)

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

শিলিগুড়ি ভারতনগরে কল্যান সংঘের কালীপুজো মানেই চোখ ধাঁধানো আয়োজন। বাজেট ছাড়িয়ে যায় দশ লক্ষ টাকারও বেশি। সংঘের সভাপতি রামপ্রসাদ দাস-- শহরের এক পরিচিত ঠিকাদার, আর তার থেকেও বেশি পরিচিত এক গভীর কালীভক্ত হিসেবে। কপালে সবসময় লাল তিলক, মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি-- হঠাৎ দেখলে ভয়ই পেতে হয়। একসময় এলাকার নামী গুন্ডা ছিলেন তিনি, কিন্তু বয়সের ভার আর ঈশ্বর চেতনা তাঁকে অন্য মানুষ করে তুলেছে।

রামপ্রসাদের জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে কয়েকবছর আগে। স্বপ্নে মা কালী তাঁকে বলেছিলেন--“তুই আমার ভক্ত,তাই আর অন্যায় করিস না। তোর উপার্জন দিয়ে গরিব-দুঃখীদের সেবা কর, পশুপাখিদের খাওয়াস-- তাহলেই আমায় পাবি। ” এরপর থেকেই রামপ্রসাদ বদলে গেলেন। প্রতিদিন দুবেলা কালী আরাধনা, মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন আর দান-ধ্যান-- এভাবেই চলতে থাকে তাঁর জীবন। কিন্তু এবারের দীপান্বিতা অমাবস্যার আগে এক নতুন স্বপ্নে মা কালী আবার তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন--“রামপ্রসাদ, এবারের পুজোয় এত টাকার অপচয় করিস না।ফুল-বেলপাতাই যথেষ্ট। তুই চলে যা ডুয়ার্সের বানারহাট--নাগরাকাটাতে। ওখানে অসহায় মানুষ বন্যায় ভেসে গেছে। তাদের সাহায্য কর। ওখানেই আমায় পাবি। ”

মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারলেন না রামপ্রসাদ। দশ লক্ষ টাকার বাজেট কমিয়ে দশ হাজারে নামিয়ে আনলেন। বাকিটা দিয়ে কিনলেন চাল-ডাল-বস্ত্র। আর সোজা রওনা হলেন বানারহাটের বস্তিতে।

সেখানে গিয়ে দেখলেন-- ত্রাণ শিবিরে বর্ণালি বসু নামে এক স্বাস্থ্য কর্মী নিজের সংসার ফেলে অসহায় মানুষদের সেবা করছেন। চাল-ডাল বিলি করতে করতে রামপ্রসাদের মনে হলো, এই বর্ণালির চোখ, মুখের ভাব-- একেবারে তাঁর স্বপ্নের মা কালী! মুহূর্তেই বর্ণালির মধ্যে যেন মা নিজে প্রকাশ পেলেন। বর্ণালি শান্ত কণ্ঠে বললেন--“ বিলি করুন রামপ্রসাদবাবু। এই মানুষগুলোর মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান। ’ত্রান বিতরনের মাঝে ছোট ছোট কিছু মেয়েও এলো-- অর্পিতা, অঙ্কিতা, সোমা, নন্দিতা, পাঞ্চালি। তাদের বইখাতা বন্যায় ভেসে গেছে। যারা জিজ্ঞেস করলো, “ কাকু, আমাদের বই খাতাও কি হবে? ” রামপ্রসাদ তখন বললেন,“ দেখি মা কালী কি বলেন। ’ সেই রাতে স্বপ্নে মা এলেন, “সকালে ওদের নাম লিখে নিস, বই খাতা কিনে এনে দিবি”। পরদিন তাই-ই করলেন রামপ্রসাদ। শিলিগুড়ি ফিরে নতুন বই-খাতা কিনে নিয়ে গেলেন বানারহাটে। তিন দিন ধরে চললো ত্রাণ ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরন। তারপর ফিরে এসে গভীর ভক্তিতে করলেন মায়ের পুজো-- খুব সাধারণ আয়োজন, কিন্তু ভক্তি ছিলো অপরিসীম।

কয়েকবছর পর,জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মা কালী আবার তাঁর সামনে এলেন--“ রামপ্রসাদ, তুই মানবজন্মের সব পরীক্ষা পেরিয়েছিস। তোর মুক্তি হয়েছে আমার স্বর্গ রাজ্যে আসিস। ’রামপ্রসাদের চোখে শান্তি নেমে এলো। যেন তিনি সত্যিই মা কালীর কোলে স্থান পেলেন।

মা কালী ভক্ত রামপ্রসাদের জীবন আমাদের শেখায়-- প্রকৃত পূজা মন্দিরে নয়, মানুষের মধ্যে। দেবতা থাকেন ভক্তির নিঃস্বার্থতায়, মানবসেবার প্রতিটি স্পর্শে।

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।

মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

যুগ্ম সম্পাদক

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

PRATIK MEDICO

Hill Cart Road, Siliguri
Ph. : (0353) 2431528 / 9832384924 / 8509112929

PANEL OF CONSULTANTS

Dr. Sankha S. Sen
Consultant Internal Medicine & Diabetology
FACP (USA) MD. Medicine (Gold Medalist)
MBBS (Cal) (Gold Medalist)
Monday to Saturday : 12 noon to 2 pm.

Dr. Sailesh Roy
Consultant Gynecologist
MS. DGO. (O&G) FICS (USA),
FICOG, FMAS, FICMCH
Monday to Friday : 11 am to 1 pm.
Saturday on Appointments

Dr. Arunava Datta
Consultant Psychiatrist
MBBS, MD-Psychiatrist
Monday to Saturday : 2 pm to 6 pm.

Dr. Piyush Kumar Patawari
Consultant UROLOGIST
MBBS, MS (General Surgery)
M.Ch (UROLOGY)
Consultant URO-Surgeon
Endourologist, Uro-Oncologist &
Andrologist
Monday to Saturday : 11 am to 1 pm.

Dr. Gunjan Agarwal
Consultant Paediatrics & Neonatology
MBBS, FIP (Paediatrics)
FNACC (Neonanotology)
Monday to Saturday : 12 noon.

Dr. Naveen Poavarapu
Consultant Gastroenterologist
MBBS, MRCP, FRCP, CCT
Transplant Hepatology fellowship
Once Every Month (On Appointments)

Dr. Arunava Ghosh
Consultant ENT
MBBS, MS-ENT
Monday, Wednesday & Friday : 2 pm

Dr. Sutanay Bhattacharyya
Consultant Nephrologist
MD, DM Nephrology
Monday, Wednesday & Friday : 4 pm

Dr. Sangam Tamang
Consultant Dermatologist
MD(DVL) (Hons)
Specialist in Dermatology, Sexually
Transmitted Infections and Leprosy
Attached to NBMC
Wed. Thu. Fri & Sat : 2 pm

Dr. Sumit Kumar Jha
Consultant Orthopedician
MBBS, DNB Orthopedics, FIPM
Monday, Wednesday & Friday : 5 pm

Home Delivery of Medicines also Done.
(Contact : 9832653589)

মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না মন !

পাঞ্চালি চক্রবর্তী

(সঙ্গীত শিল্পী, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না মন, এই শ্যামা সঙ্গীতটি মূলত এক ভক্তিমূলক আবেদন। এখানে কবি বা গায়ক নিজের মনকে সম্বোধন করে বলেন,‘‘ ও মন !তুমি সংসারের মায়াজালে না জড়িয়ে, মা কালীর পায়ের কাছে একখানি জবা ফুল হয়ে ওঠো।

”

জবা ফুল এখানে ত্যাগ, পবিত্রতা ও নিবেদনের প্রতীক। মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠা মানে-- নিজের অহং, কামনা, ক্রোধ, দুঃখ সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ন আত্মসমর্পন করা। যেমন ফুল পায়ে চুর্ণ হয়েও খুশি থাকে দেবীর পুজোয়, তেমনি মানুষও নিজেকে চুর্ণ করে মায়ের সেবা ও করুণায় লীন হতে চায়। এই গানে এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে--জীবনের সব রাগ, দুঃখ, ব্যর্থতা মায়ের চরনে বিলিয়ে দিয়ে শান্তি খোঁজার আকাঙ্খা। ‘জবা হয়ে ওঠা’ মানে নিজের অস্তিত্বকে দেবীর প্রেমে বিলীন করা-- কোনো দাবি ছাড়া, কেবল ভক্তি দিয়ে।

জবা ফুল মা কালীর অন্যতম প্রিয় ফুল, এর পিছনে আছে প্রতীকী ও পৌরানিক অর্থ ঃ ১) রঙের প্রতীক-- শক্তি ও রক্তের মহাশক্তি। জবার উজ্জ্বল লাল রঙ প্রতীক শক্তি,রক্ত, তেজ ও জীবনীশক্তির। মা কালী হচ্ছেন শক্তির দেবী, যিনি ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করেন। এই রঙ তাঁর রুপের সঙ্গে একাত্ম-- মা কালীর গায়ের রঙ শ্যামা, আর জবার রঙ রক্তিম। দুই বিপরীত রঙের মিলন ঘটায় এক গভীর শক্তির প্রতীক।

তন্ত্র শাস্ত্রে বলা হয়--জবা ফুলের পাঁচটি পাপড়ি প্রতীক পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের। যখন ভক্ত এই ফুল মায়ের পায়ে অর্পন করে, তখন সে নিজের পাঁচ ইন্দ্রিয়কেই মায়ের কাছে সমর্পন করে।

একটি কিংবদন্তি আছে -- এক ভক্ত জবা ফুল না পেয়ে নিজের রক্ত দিয়ে মা কালীর পুজো করেছিল, তখন দেবী করুনাবশত জবার সৃষ্টি করেন, যেন ভক্তরা রক্ত নয়, ফুলের রক্তিম রঙেই ভক্তি নিবেদন করতে পারে।

জবা ফুল সারা বছর সহজে পাওয়া যায়, তাজা থাকে এবং পবিত্র রুপে দেবীর প্রতীক-- তাই শ্যামা পুজো ও কালীপুজোয় এটি অপরিহার্য ফুল।

‘‘মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না মন’’ মানে হলো--‘‘ ও মন, নিজেকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করো, যাতে তুমি মা কালীর পায়ের কাছে সেই জবা ফুলের মতো হয়ে যাও-- লাল রঙে দীপ্ত, তবু বিনয়ী ও নিবেদিত।

আর মা কালীর কাছে জবা প্রিয়, কারণ এটি তাঁর শক্তি, রক্ত, ত্যাগ ও ভক্তির প্রতীক।

With Best Compliments From :-

CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

CA

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সাধক রামপ্রসাদের কিছু শ্যামাসঙ্গীতের ব্যাখা

অর্পিতা দে সরকার
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮ থেকে ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাক্ত সাধক ও কবি। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজবংশে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। কাজের খাতায় তিনি সংখ্যার বদলে লিখতেন ভক্তিমূলক পদ--- যা পরে পরিণত হয় অমর শ্যামা সঙ্গীতে। তিনি বিশ্বাস করতেন--" মা কালীই প্রকৃতির অন্তঃস্থ শক্তি, যিনি ধ্বংস ও সৃষ্টির মাধ্যমে জগৎ চালান।" রামপ্রসাদের সাধনা ছিল ভক্তি ও ভালোবাসার সাধনা-- ভয় নয়, ভালোবাসার মাধ্যমে দেবীকে উপলব্ধি করা। তিনি দেবীকে কেবল শক্তি হিসেবে নয়, মায়েররুপে দেখতেন। এইজন্যই তাঁর গানে আমরা পাই মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের অকৃত্রিম আবেগ।

"আমারে তুমি অমনি রেখে দিলে মা ,/সংসারে মায়ার ঘোরে,/ কেমনে তোমার চরণ ধরি মা,/যদি না ছাড়াও জ্বরে।" এই গানের মাধ্যমে ভক্তের আর্তি-- মা কালীর কাছে নিজের অসহায়তার কথা জানানো। ভক্ত জানে, সে সংসারের জালে আটকে আছে কিন্তু মুক্তি পাওয়ার শক্তি নেই। সে মায়ের কাছে বলে, " মা, তুমিই তো সব জানো, আমায় যদি মুক্তি না দাও, তবে আমি কেমন করে তোমার চরন ধরব?" এখানে মায়ের প্রতি সম্পূর্ন আত্মসমর্পন ও অক্ষমতার স্বীকারোক্তি আছে।

" মনরে কৃষ্ণ নামেতে হবে রে পাগল "(এই গানটি যদিও কৃষ্ণনাম নিয়ে, তবু রামপ্রসাদ এখানে কৃষ্ণকে মা কালী-রুপেই উপলব্ধি করেছেন।)এই গানের মূল ভাব হলো ঃ রামপ্রসাদ বলেন-- মনকে পাগল করো ঈশ্বরপ্রেমে, যদি তুমি ভক্তিতে পাগল না হও, তবে সংসারের বন্ধন কাটবে না। গানের মাধ্যমে তিনি আরও বলেছেন, " মা কালীকে ভালোবাসা মানে জীবনকে ভালোবাসা।" জগতে যা কিছু আছে ,সবই মায়ের প্রকাশ। তাকে অনুভব করলে মানুষ আর ভয় পায় না।

" আমার সাধ না মিটিল না মা"। গানের মূল পংক্তি হলো -- " আমার সাধ না মিটিল মা,/ আশা না পূরিলো,/ জীবনের সাধ মিটিল না।" এই গানটি ভক্তির পরম ক্লান্তি ও গভীর তৃষ্ণার প্রকাশ। ভক্ত বলে-- ' মা, তোমাকে পেতে চেয়েছি , কিন্তু এখনও তোমায় সম্পূর্ন পাইনি। " এখানে সাধ মানে শুধু পূজা নয়, দিব্য অনুভূতির তৃষ্ণা। যে অনুভূতি পূর্ণ হয় না, কারণ মা কালী এক অনন্ত রহস্য-- তাঁকে যতই পাওয়া যায়, ততই নতুন করে খোঁজা শুরু হয়।

" মন কি ধরবে তারে, কালী রুপে যারে দেখেছি। " গানের ব্যাখা হলো,সাধক রামপ্রসাদ এখানে বলেছেন, একদিন ধ্যানের মধ্যে তিনি এমন এক আলো দেখেছেন যা সমস্ত অন্ধকার গিলে নিয়েছে। তিনি বুঝেছেন-- মা কালীই সেই সর্বশক্তি যিনি মৃত্যুর মধ্যেও জীবন রক্ষা করেন। এই উপলব্ধি তাঁর সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি।

রামপ্রসাদের কালী সাধনার বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি মাকে ভয় করতেন না, ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে মা ছিলেন দয়াময়ী, খেলোয়াড়, কখনও অভিমানিনী, কিন্তু চিরস্নেহময়ী। ভক্তির সহজ ভাষায় রামপ্রসাদ সেন কথা বলেছেন। সংস্কৃত মন্ত্রে নয়, সাধারণ বাংলায় মায়ের কথা বলেছেন, যেন মা তাঁর পাশের ঘরের মা।

তাঁর গানে দেখা যায়, ভালো ও মন্দ, ধ্বংস ও সৃষ্টি--সবই মায়ের লীলা। তাই তিনি বলেছিলেন--"মা তুই খেলবি কারে নিয়ে, দিই না আমি হেরে যাই তোর খেলা। " তিনি কেবল তত্ত্বের কথা বলেননি, নিজে গভীর ধ্যান ও তপস্যা করে সেই অনুভূতি অর্জন করেছিলেন।

শ্যামা পুজোর প্রাক্কালে রামপ্রসাদের গান আমাদের শেখায়," ভক্তি মানে ভয় নয়, আত্ম সমর্পন মানে পরাজয় নয়, বরং নিজের সত্তাকে মায়ের চরণে মিলিয়ে দেওয়া।"

তাঁর শ্যামা সঙ্গীত আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- অন্ধকারেই আছে আলোর জন্ম, আর মা কালীই সেই অন্ধকারের মধ্যে লুকানো অসীম শক্তি।

মা

তন্ময় ঘোষ
(শিবরামপল্লী, শিলিগুড়ি)

মা মানে স্নেহের অনন্ত আকাশ,
মায়ের কাছেই যত বায়না,
মা নামেতে পরম শান্তি,
অনেক নতুন খেলনা।

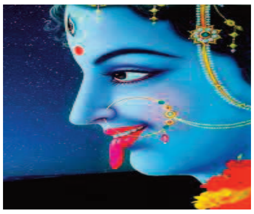

মায়ের ডাকে স্নেহের পরশ,
মায়ের ডাকে হয় মন পাগল,
মায়ের ডাকে জুড়ায় প্রাণ,
মায়ের ডাকে স্নেহের আঁচল।।
তোমার আঁচলেই মা মুখ মুছে পাই,
পরম শান্তি,
ক্লান্তি যেন কোথাও উধাও,
থাকে না এক রত্তি।
পৃথিবীতে আজ পরম শান্তি
শুধুই মায়ের কোলে,
আমি একটু আঘাত পেলেই জড়িয়ে
ধরে, কেঁদে ভাষাতে চোখের জলে।
আমি ভয় পেলে
তুমি বলতে
ভয় কি তোমার,
হিমালয় হয়ে রয়েছে শিওরে
তোমায় নেবে সাধ্য কার।
গুরুম-গুরুম মেঘ ডাকলে
বুকে জড়িয়ে ধরতে আমায়,
তুমি বলতে,সোনা ভয় পাসনে,
যার মা থাকে সে কি ভয় পায়।
মা-মা বলে যখন তোমায় খুঁজি,
ছুটে যেতাম রোদ্দুরে,
তখন সহস্র হাত বাড়িয়ে বলে, সোনা আমায়
কোথায় খুঁজিস? চোখ বুজে দেখ রয়েছি যে
তোর অন্তরে।
গান গেয়ে-গেয়ে ঘুম পাড়াতে
বেতের দোলনা ঠেলে,
আজও তোমার দোলনা খানি একই আছে,
শুধু গানটি গেছি ভুলে।
তুমি আমার স্বর্গ মাগো, তোমার ভালোবাসা
অপার,
জ্বর হলে কেবল তুমিই বুঝতে পারো,
লাগে না থার্মোমিটার।
শুনেছি আজ মাতৃদিবস
পালন করছে যেন কারা?
আচ্ছা মা বলতে পারো, এমন কোন দিন কি
আছে শুধু তোমায় ছাড়া?
মা তোমার কথা খুব পড়ছে মনে, যখন
পুজোর গন্ধ আসে,
তুমি সকাল বেলা ফুল কুড়োতে শিশির
ভেজা সবুজ ঘাসে।
বৃষ্টিতে ভিজে আসলে আমায়, মুছে দিতে
শাড়ির আঁচল দিয়ে ,
আজ, আলনা ভরা শাড়ির গন্ধ আসে
মায়ের গন্ধ হয়ে।

দীপাবলির রাত

ডঃ অসমঞ্জ সরকার
(শিবমন্দির)

দীপাবলির রাতের আলোর মালা।
আলোয় কালোয় মিশে ভীষণ খেলা।
সে খেলায় মেতে বিশ্ব-ভুবন।
কে জানে এর শেষ কোথায়,কখন(?)
অমাবস্যার গহন অন্ধকারে।
বিশ্ব যেন ডুবে কৃষ্ণ গহ্বরে।
গা, ছমছমে পরিবেশ চারিধারে।
কখন কি ঘটে, ভয় তারই, তরে।
শুধু, হানাহানি, দলাদলি করে।
সমাজ গেছে রসাতলে একেবারে।
ভ্রুক্ষেপ নেই কারও সেদিকে।
ছড়িয়ে যায় অবক্ষয় দিকে দিকে।
কে করিবে এর প্রতিবাদ প্রতিকার।
তারই তরে আজ ওঠে, হাহাকার।
এমন সময় কাঁপায়ে মেদিনী।
শুনি যেন মায়ের নূপুরের ধ্বনি।
মা এসেছেন আজ ধরাতলে।
করিতে রক্ষা বিশ্বকে রেখে পদতলে।
জয় মা কালী , প্রণাম তব চরণতলে।

নিকোটিনের শহর

রাত্রি গাঙ্গুলি (উত্তর দমদম, কলকাতা)

রোজ তো চাই না তোমায়! কর্ম সপ্তাহের এই
তো একটা দিন ব্যস্ততাহীন।
তাও এই কালো সাদা শহর বলে তোমায়
ছুঁয়ে থাকা রোগগুলো নাকি মারণ রোগ ,
তোমাকে ছুঁলেই সেই মারণ রোগগুলো
আমার প্রেমে পড়বে, ধীরে ধীরে আমার
চিত্ত হরন করে মৃত পথের, উত্তম শরীক
করে তুলবে।
আচ্ছা তা হয় বলো? ভালোবেসে তোমায়
চুমুক দিই,
বুকের ভিতর কবিতাগুলো পাঁজর ফাটিয়ে
বেরিয়ে আসে, নিশ্বাস নিকোটিন চায়,
কঠিন বাস্তব নিকোটিন।
আসলে এ শহর আত্মগ্লানিতে ভোগে,
ধর্মতলার সাদা বাড়ি থেকে ডালহৌসির
ফুটপাত, রেসকোর্স প্রতিদিন নজর
কাড়লেও আজ তারা একা দাঁড়িয়ে রোদে
পোড়ে অথবা বৃষ্টি ভেজে, সময়ে হারিয়ে
যাওয়া মানুষের মতোন।
আরি আমি?
আমি রাজার মতোন তোমায় চুমুক দিই।

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

বিপর্যস্ত সময়

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

বিপর্যস্ত সময় চারপাশে এত অন্ধকার
অমাবস্যার থেকেও ঘন
প্রকৃতি রুষ্ট ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে
লোভী স্বার্থপর মানুষেরা--
লেন্স বন্দি পৃথিবী স্বপ্ন পূরনে মত্ত
বিস্মৃত অধ্যায়
বজ্রবৃষ্টি মেঘভাঙা বৃষ্টি যে নামেই
ধেয়ে আসুক না কেন
ধসের জেরে গুঁড়িয়ে যায় আধুনিক সভ্যতা
অকালে হারায় কতনা প্রান!
যে নিস্পাপ শিশু ঘুমিয়ে আছে
মায়ের বুকে
সে আজ নয় আগামীতে বুঝবে
হাওয়া বদল করতে গিয়ে
কিস্তির একটা পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছি
অনাগত কালের কাছে ---
সারাজীবন মনে মনে শুধু পরের
দোষত্রুটি খুঁজেছি
কি পাইনি তার হিসাবনিকেশ
কষেছি অষ্টপ্রহর
কিন্তু কখনও খোঁজ করে দেখিনি
নিজের মনের কোনে কত
আগাছার দঙ্গল জমা আছে !
দীপাবলির আলোয় সবার আগে
মুছে সাফ হয়ে যাক নিজের মনের
অন্ধকার !

ভালোবাসো নিজেকে

রিয়া মুখার্জী (লেখিকা, শিলিগুড়ি)

এই ছুড়ি তুই নাকি নিজেকে ভালোবাসিস,
তোর চোখটি ব্যাঁকা নাকটি ট্যারা,
বেজায় তোর দশা,
তেল ঠাসা এই মুখটাতে তো,
নেই কো কোন আশা,
কোমরটি তোর বেজায় মোটা,
আছে মোটা ভুঁড়ি,
কালো যে রং খানা তোর.
দেখায় তোকে বুড়ি,
আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড,
দেখতে বেজায় সুন্দরী,
মুখটি তার বেজায় খাসা,
দেখায় তাকে পরী,
ছবিগুলি তার স্মার্ট ভারি,
নেইকো কোনো খুঁত,
সব ছবিতেই নায়িকা লাগে,
দেখলে করে বুক ধুকপুক,
এমন মানসিকতা নিয়ে বাঁচো কেমনে ভাই,
সোশ্যাল মিডিয়া শুধুই মিথ্যা,
এডিট এর যুগ হায়,
তাদের দেখে যদি নিজেকে
পরিবর্তন করে নিতে যাই,
বৃথাই তবে বেঁচে থাকা মোর,
মিথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে নাহি চাই,
মুখটি বেজায় মিষ্টি আমার বলে সবাই
আমায়,
দেখতে আমি যেমনি হই
ভগবানের সবাই সুন্দর সৃষ্টি,
সেই সুন্দর দেখতে চাই মানসিকতা আর
দৃষ্টি,
দোহাই আমি মিথ্যের জীবন বাঁচতে নাহি
চাই,
আমার জীবনে খুশির ছোঁয়া
আছে জীবন্ত রং,
তাদের জীবন লাশের সমান,
শুধুই তারা করছে বেঁচে থাকার ঢং,
সত্যি জীবন বাঁচতে সহজ
মিথ্যে বড় কঠিন,
নিজেকে কায়া যেমনই হোক
তা খুবই প্রিয় তোমার,
অন্যকে প্রমান করতে
বৃথা চেষ্টা করো না আবার,
অপরকে প্রমান করতে,
জীবন রেখা ফুরাবে তোমার,
নিজেকে ভালোবেসে স্বীকৃতি দিয়ে
বেঁচে দেখো না একবার।

ভিন্নধর্মী এক আলোকিত নারী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ " যে আলো নিজের জন্য জ্বলে, সে এক মুহূর্তে নিভে যায়, যে আলো অন্যের জন্য জ্বলে , সে যুগযুগান্তর ধরে পথ দেখায় ।"এই কথাটি যেন প্রকৃত অর্থে সত্য হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্না আগরওয়ালার জীবনে। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশপ্রেমী এবং সংস্কৃতির ধারক-বাহক জ্যোৎস্নাদেবী আজ এক আলোকবর্তিকা। সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে তাঁর নিরলস কর্মপ্রয়াস যেন রোমা রায় বা অন্য অনেক মহান নারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

প্রতিবছর উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে তিনি মহানন্দার তীরে ডিসেম্বর--জানুয়ারি মাসে আয়োজন করেন উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা। এই মেলা শুধু এক উৎসব নয়-- এ যেন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির স্পন্দন। স্থানীয় প্রতিভাবান শিল্পী, কারিগর, সঙ্গীত শিল্পী, সাহিত্যপ্রেমী-- সকলের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এই মেলা। সংস্কৃতির বিকাশ, স্থানীয় প্রতিভার উৎসাহ এবং মহানন্দার চর দখল রুখতে তাঁর এই ভূমিকা অনন্য।

"পরিবেশ রক্ষা মানেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা"-- এই ভাবনায় অনপ্রাণিত হয়ে জ্যোৎস্নাদেবী শিলিগুড়ি শহরের পরিবেশ ও মহানন্দা নদী রক্ষা আন্দোলনে এক নিরন্তর যোদ্ধা। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে নমামি গঙ্গে এবং মহানন্দা বাঁচাও কমিটি-র যৌথ প্রয়াসে তিনি আয়োজন করেন মহানন্দা আরতি-- একটি পবিত্র অনুষ্ঠান, যা মানুষকে নদীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে।

তিনি সবসময়ই বলেন--"মহানন্দা বাঁচাও, এ আমাদের নিজের প্রাণ বাঁচানো। " উৎসবের সময় নদী দূষন না হয় , তার জন্য তিনি নাগরিকদের প্রতি বারবার আহ্বান জানান।

তবে জীবনের প্রতিকূলতাও তাঁর দৃঢ় মনোবলকে দমাতে পারেনি। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি শয্যাশায়ী তবুও তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধে এক বিন্দুও ভাঁটা পড়েনি। উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট-এর সদস্যদের মাধ্যমে তিনি যথারীতি সিনি হোমের শিশু কন্যাদের হাতে উপহার পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি লক্ষী পুজোর দিনেও তিনি ফোনে ফোনে পরিচালনা করেছেন মহানন্দা আরতির সম্পূর্ন কার্যক্রম।

"সত্যিকার শক্তি শরীরে নয়, আত্মায় "-- এই মহীয়সী নারীর জীবন যেন সেই কথারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

তিনি একাধারে একজন দক্ষ আইনজীবী ও ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও তিনি মানবতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন। কারও মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করা, কোনো দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রের শিক্ষার ভার নেওয়া, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান-- সবই তাঁর নিত্য জীবনের অঙ্গ।

শিলিগুড়ি মহাকালপল্লীতে মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো-- নিউ মাতৃ সংঘের পুজো এবারে দশ বছরে পদার্পন করেছে। এই পুজোর যাত্রাও কিন্তু শুরু হয় সমাজসেবী জ্যোৎস্নাদেবীর হাত ধরে।

অন্যদিকে শিলিগুড়ির সূর্যসেন পার্কের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তখন মহানন্দার চর এলাকা ছিল অবহেলিত-- সেখানে নেশার আসর বসতো, চলতো নানা অসামাজিক কাজকর্ম।কিন্তু জ্যোৎস্নাদেবী ও সহযাত্রীদের উদ্যোগে পৌষ মেলার মাধ্যমে সেই অঞ্চল নতুন প্রাণ ফিরে পায়। সংস্কৃতির আলোর মাধ্যমে বদলে যায় পরিবেশ, সৃষ্টি হয় এক ইতিবাচক সামাজিক পরিমন্ডল। ক্রমে ক্রমে সেই প্রচেষ্টার ফলেই গড়ে ওঠে সূর্যসেন পার্ক, যা আজ শিলিগুড়ির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

" যে নারী অন্যের অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালায়, সে-ই প্রকৃত দেবী"-- এই কথাটি যেন ঠিক তাঁরই জন্য লেখা।

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা আজ এক বিরল মানবিক চরিত্র, যাঁর জীবনের আলোকরশ্মি অসংখ্য মানুষের মন আলোকিত করছে পূর্ণিমার চাঁদের মতো-- তাঁর নামের মতোই তিনি নিজেই এক 'জ্যোৎস্না'।

খবরের ঘন্টা এই মহান নারীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে পরম শক্তিময়ী মা কালীর চরণে প্রার্থনা জানায় --জ্যোৎস্নাদেবী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আরও শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনে।

" নারী যদি চায়, সে পারে পৃথিবী বদলাতে "। --স্বামী বিবেকানন্দ।

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা সেই পরিবর্তনের নারী- উত্তরবঙ্গের গর্ব, সমাজের প্রেরণা, মানবতার আলোকবর্তিকা।

খবরের ঘন্টা তাঁকে জানায় শ্রদ্ধা, প্রণাম ও শুভকামনা।

গ্লোবাল আইকন পেলেন শিলিগুড়ির কুডো গুরু সহদেব বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির কুডো প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন পেলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। গত ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত গাল্ফ ট্রেনিং এন্ড এডুকেশনাল এক্সিবিশন ২০২৫ এ তিনি পেলেন গ্লোবাল আইকন এওয়ার্ড।

ভারতে জাতীয় স্তরে অনেক কুডো খেলোয়াড় উপহার দেওয়া এই প্রশিক্ষক মেয়েদের আত্মরক্ষায়ও কুডোকে জনপ্রিয় করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ভক্তিনগরের পাইপলাইনে তাঁর কুড়ো প্রশিক্ষন কেন্দ্র থেকে বহু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়া তৈরি হয়েছে। এই সম্মান শিলিগুড়ি তথা ভারতের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য এক গর্বের মুহুর্ত। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করলেন কুড়ো প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন। সংযুক্ত আরব আমির শাহের আবুধাবিতে ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর আয়োজিত চতুর্থ গাল্ফ ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন এক্সিবিশন ২০২৫ এ তিনি সম্মানিত হলেন মর্যাদাপূর্ণ গ্লোবাল আইকন এওয়ার্ডে। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল পলিসি টাইমস চেম্বার অফ কমার্স, দুবাই। সহদেববাবু দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর পাইপলাইনে তাঁর কুডো প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত প্রশিক্ষন দিয়ে আসছেন। তাঁর হাত ধরে বহু প্রতিভাবান কুডো খেলোয়াড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য কুডো খেলাকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ তাঁকেআলাদা পরিচিতি দিয়েছে। তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে বর্তমানে সরকারি চাকরিতেও নিয়োজিত।

পুরস্কার প্রাপ্তির পর সহদেববাবু বলেন, ' এটি সত্যিই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। শেষ দিনে এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়ে আমি গর্বিত ও অনুপ্রাণিত। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ডঃ আবদুল্লাহ বেলহাইফ আল নুয়াইমি এবং পলিসি টাইমস চেম্বার অফ কমার্সের প্রতি। ' তিনি আরও যোগ করেন, " এই অর্জন শুধু আমার নয় -- আমার ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী ও সকলের সম্মিলিত প্রেরণার ফসল। এই সম্মান ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে। " এই গর্বের মুহুর্তের সাক্ষী থাকেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মুরলীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমও। শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে সহদেব বর্মনের এই প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।

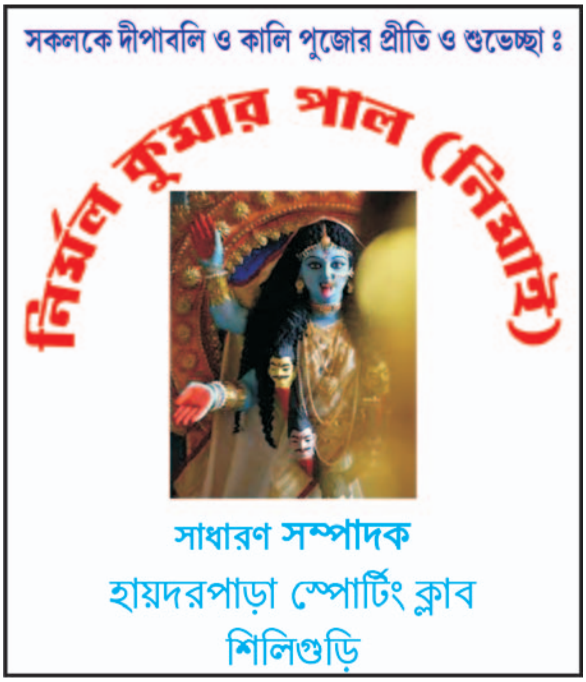

দুর্গা বা কালীর মতো হতে হবে মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এবারে শারদোৎসবের প্রাক্কালে এক সাহসী বার্তা দেন বিখ্যাত কুড়ো প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন। তিনি বলেন, মেয়েদের সরস্বতী বা লক্ষীর মতো নয়, হতে হবে দুর্গা বা কালীর মতো-- যারা দুষ্কৃতীদের রুখে দিতে সক্ষম। শিলিগুড়ি ভক্তিনগরের পাইপ লাইনে তাঁর কুডো প্রশিক্ষন কেন্দ্র থেকে উঠে এসেছে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়। খবরের ঘন্টা তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করলে তিনি সেই সময় বলেন, দেবী আরাধনার পাশাপাশি মেয়েদের আত্মরক্ষা শেখা জরুরি। মেয়েদের সরস্বতী বা লক্ষীর মতো নয়, দুর্গা কিংবা কালীর মতো হতে হবে। অর্থাৎ দুষ্কৃতীরা অসৎ কর্মে এগিয়ে এলে মেয়েদের যেন নিজেরাই আত্মরক্ষার কৌশল শিখে দেবী দুর্গার মতো তাদের পরাস্ত করতে পারেন।

শিলিগুড়ি ভক্তিনগরের পাইপ লাইনে অবস্থিত তাঁর কুড়ো প্রশিক্ষন কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। ধারাবাহিকভাবে এই অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে খবরের ঘন্টা। সেইসময় বিখ্যাত কুড়ো প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন স্পষ্টভাবে জানান-- শুধু দেবী দুর্গার আরাধনা করলেই চলবে না, মেয়েদের কুডো বা আত্মরক্ষার প্রশিক্ষন নিয়ে সত্যিকারের দুর্গা বা কালীর রুপ ধারণ করতে হবে।

উৎসবে মধুরিমা ফ্যাসিনেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলায় এখন চলছে উৎসব পর্ব । দুর্গাপুজো পার হয়েছে। এখন সামনে দীপাবলি বা কালীপুজো উৎসব। উৎসবের আবহে চারদিকে সাজগোজের হুড়োহুড়ি শুরু হয় ।শিলিগুড়ি সিটি সেন্টারের বেসমেন্টে অবস্থিত মধুরিমা ফ্যাসিনেশন এন্ড একাডেমি পুজো উৎসবে নিয়ে আসে নানান অফার। নেইল আর্ট থেকে শুরু করে লেসার,বিশেষ ফেসিয়াল সহ ছিলো বিশেষ পরিষেবা। দীপাবলি বা কালী পুজোতেও থাকছে বিশেষ কিছু অফার। প্রতিষ্ঠানের কর্নধার বিশিষ্ট বিউটিসিয়ান মধুমিতা ঘোষ আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বিচারকও। পর্যটক থেকে স্থানীয়রা সবাই ভিড় করছেন সেই একাডেমিতে। উৎসবের ভিড়ে নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলুন মধুরিমা ফ্যাসিনেশনের সঙ্গে। সিটি সেন্টারে মধুরিমা ফ্যাসিনেশনের রয়েছে তিনটি কাউন্টার -- যেখানে নেইল আর্ট, লেসার ট্রিটমেন্ট ,নানা ধরনের ফেসিয়াল সহ একাধিক আধুনিক সৌন্দর্য সেবা পাওয়া যায় ।পুজোর আগে থেকেই শিলিগুড়ি ও আশপাশের মানুষ সেখানে ভিড় করেন নিজেদের সাজিয়ে তুলতে। মধুমিতা ঘোষ দিল্লি,মুম্বাই, ব্যাঙ্কক এবং মালয়েশিয়ায় তিনি বিশেষ কোর্স করেছেন ।বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবেও যুক্ত রয়েছেন। শুধু তাই নয়, বহু গরিব ও অসহায় মেয়েদের তিনি বিনামূল্যে বিউটিসিয়ানের প্রশিক্ষন দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। দেশি বিদেশি পর্যটকরাও দার্জিলিং ও সিকিম ভ্রমনের ফাঁকে তাঁর কাছে ভিড় জমাচ্ছেন সৌন্দর্যচর্চার জন্য। ফলে পুজোর ভিড়ে নিজেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে মধুরিমা ফ্যাসিনেশন এন্ড একাডেমি এখন হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য সচেতন মানুষের অন্যতম গন্তব্য। যোগাযোগ ঃ ৯৮৩২৫৮৫১৮৭

স্বপ্নের বদলে সিলেবাস , শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় যুব সংঘের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বিবাদি সরনির যুব সংঘ ক্লাবে এবারের শ্যামা পুজোতে এক অনন্য ভাবনা-- 'স্বপ্নের বদলে সিলেবাস।'। চলতি বছর ক্লাবের ৪৫তম বর্ষে পা দিতে চলেছে এই পুজো। থিমের মধ্য দিয়ে সমাজে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাপ ও শিশুদের হারানো শৈশবের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন আয়োজকেরা।

যুব সংঘের পুজো সম্পাদক ও সমাজসেবী সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানান ,'' আজকের দিনে শিশুদের জীবনে স্বপ্ন দেখার সময় নেই। সিলেবাস আর পড়াশোনার চাপে তারা হারিয়ে ফেলছে খেলার মাঠ, হাসি আর আনন্দ।'' তাই এবারের থিমের মাধ্যমে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চান তাঁরা।

১৯ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে শ্যামা পুজোর উৎসব। উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ি প্রধান নগর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আশ্রমের সহ-সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ।

পুজো উপলক্ষ্যে থাকছে নানা সামাজিক উদ্যোগ -- বস্ত্র বিতরন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং খিচুড়ি প্রসাদ বিতরন। তাছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো আছেই। সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড় ও সমতলে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সুজিতবাবু।

বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে যুব সংঘ ক্লাবের শ্যামা পুজোর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। হায়দরপাড়ার এই পুজো এবারও সমাজ সচেতনতার এক উজ্জ্বল বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার ঃ মিষ্টির ঐতিহ্য, পঞ্চাশ বছরের আস্থার স্বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার লালা রাজপত রায় রোডে অবস্থিত শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার আজও এলাকাবাসীর হৃদয়ে প্রিয় মিষ্টির নাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে প্রয়াত বিশিষ্ট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী গোবিন্দ পাল ও তাঁর ভাই বল্লভ পাল মিলে গড়ে তুলেছিলেন এই মিষ্টির স্বর্গরাজ্য। আজ সেই ঐতিহ্য বহন করছেন গোবিন্দ পালের দুই পুত্র-- গোপাল পাল ও গৌরাঙ্গ পাল, সঙ্গে রয়েছেন ভাইপো সুরজ পাল।

ঐতিহ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার মানেই-- বিশ্বাস, স্বাদ আর আন্তরিকতার মেলবন্ধন।

দুর্গোৎসবের রেশ কাটতেই চলে এসেছে শ্যামা পুজো, দীপাবলি ও ভাইফোঁটা। এই উৎসবের মরশুমে পুজো, অতিথি আপ্যায়ন কিংবা বিশেষ আয়োজন-- সব মুহূর্তেই মিষ্টি অপরিহার্য। আর তাই, উৎসবের আবহে নতুন সাজে সেজে উঠেছে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার।

এখানকার প্রতিটি মিষ্টি তৈরি হয় পরম যত্নে---রসগোল্লা, লালমোহন, রাজভোগ, কমলাভোগ, আম রসগোল্লা। মিহিদানা, সীতাভোগ, কালাকাঁদ, কাজু বরফি, মালাইকারি, ক্ষীরদই, রসমালাই। আর সকলের প্রাণের আহ্বান--পুরি-সব্জি, সিঙ্গারা, কচুরি, নিমকি। বিজয়া দশমী, দীপাবলি, ভাইফোঁটা কিংবা অন্নপ্রাশন-বিয়ে--- প্রতিটি আনন্দের মুহূর্তে পাশে থাকুক শ্যামলীর মিষ্টি হাসি। এখান থেকে পাওয়া যায় নানা স্বাদের চকোলেট ও ঠান্ডা পানীয়ও।

সম্প্রতি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে কিশোর কুমার স্মরনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্ণধার গোপাল পাল-কে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে -- যা এই দীর্ঘ যাত্রার এক গর্বিত অধ্যায়।

শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার--শুধু মিষ্টি নয়, ভালোবাসা, আস্থা আর ঐতিহ্যের প্রতীক। যোগাযোগ ঃ৯৮৩২০৫২৬৯৪/৯৮৩২০৪৮৮৭১

পঞ্চাশ বছরের মিষ্টি ঐতিহ্য, আজও আস্থায় শ্যামলী। উৎসবের প্রতিটি মুহূর্তে মিষ্টির ঠিকানা--শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার। স্বাদে ঐতিহ্য, আস্থায় শ্যামলী।

অসুস্থতার মধ্যেও অনুপ্রেরণা ঃ শিলিগুড়ির দাস পরিবার আজও সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় অটল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎ পল্লীতে এক পরিবার-- যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত আর সংস্কৃতি মিলেমিশে আছে জীবনের প্রতিটি শ্বাসে। ৭৫ বছর বয়সেও কবি ও বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাস সৃষ্টি তত্ব নিয়ে ভাবছেন, যদিও সম্প্রতি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী গোপা দাসের বুকে বসেছে পেসমেকার, আবার মহালয়ার দিন পড়ে গিয়ে ভেঙেছে একটি পা। পরিবারের শতবর্ষী কবি মুকুল দাস আজও লিখে যাচ্ছেন কবিতা, মনে রাখছেন শ্যামা পুজোর দিনগুলোকে। অসুস্থতার মধ্যেও এই পরিবার আজও অনুপ্রেরণা--কারণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি কোনে আছে সংস্কৃতির আলো।

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎ পল্লীর এক ছোট্ট গৃহে আজও প্রতিদিন বাজে সাহিত্য ও সঙ্গীতের সুর। সেখানে বাস করেন ৭৫ বছর বয়সী কবি ও বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাস। সম্প্রতি দুর্গাপুজোর আগেই তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তবুও তাঁর চিন্তায় রয়েছে সৃষ্টি তত্ব, মা কালী এবং মানবজীবনের দর্শন। একই সময়ে তাঁর সহধর্মিনী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী গোপা দাসও অসুস্থ। দুর্গা পুজোর কয়েকদিন আগে তাঁর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। সেই শারীরিক চাপের মধ্যেই মহালয়ার দিনে ঘরের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় তাঁর একটি পা। শারীরিক দুর্বলতার মধ্যেও তিনি সঙ্গীতের আলোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজের মনকে। খবরের ঘন্টার দর্শকদের জন্য তিনি গেয়ে শোনালেন একটুখানি শ্যামা সঙ্গীত -- যা যেন শক্তি ও আশার প্রতীক। এই পরিবারেরই আরেক সদস্যা, শতবর্ষ অতিক্রান্ত কবি মুকুল দাস, আজও শ্যামাপুজোর স্মৃতিচারণে আবৃত্তি করলেন নিজের লেখা একটি কবিতা । তাঁদের ঘরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে বহু পুরস্কার, স্মারক ও সম্মাননা-- যা তিন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক সাধনার সাক্ষী। গোপাদেবীর ঘরে দেখা যায় বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তোলা ছবিগুলো। হৈমন্তী শুক্লার গানই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন গাইতে। তবে আজ তাঁদের জীবন এক গভীর সঙ্কটের সময় পার করছে। বয়স ও অসুস্থতার কারণে তাঁরা প্রায় ঘরবন্দি। তাঁদের নিয়মিত পরিচর্যার জন্য একজন বিশ্বস্ত সহায়কের প্রয়োজন। তবুও নির্মলেন্দু দাস, গোপা দাস ও মুকুল দাসের পরিবার সাহিত্য-সংস্কৃতির বাতাবরনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নিষ্ঠা ও প্রেমের সঙ্গে। সামান্য সুস্থ হলেই তাঁরা বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে চান-- এই প্রতিশ্রুতিই তাঁদের মানবিকতার পরিচায়ক। খবরের ঘন্টা পরিবার তাদের দ্রুত আরোগ্য ও মঙ্গল কামনা করছে। “ অসুস্থতা শরীরে, কিন্তু মন এখনও প্রাণবন্ত--কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিই জীবনের সবচেয়ে বড় ওষুধ। ”

নদী মাতার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ লক্ষী পূর্ণিমাকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর তীরে আয়োজিত হলো আরতি। ৭ অক্টোবর বিকেলে অনুষ্ঠিত এই পূর্ণিমা আরতির আয়োজন করে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি ও নমামি গঙ্গে-- যৌথ ভাবে তাঁরা প্রতি পূর্ণিমায় এই শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। নদী মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ধারাবাহিক আরতির উদ্যোগ। আরতির ধূপ,প্রদীপ, মন্ত্রোচ্চারনে নদীর ধারে ভেসে ওঠে এক শান্ত ও পবিত্র আবহ। স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশপ্রেমীদের উপস্থিতিতে মহানন্দার তীরে এক ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই মহান উদ্যোগের মূল প্রেরণা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। যদিও তিনি অসুস্থতার কারণে সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি । তাই তাঁর ভাবনা ও আদর্শেই যথারীতি সম্পন্ন হয় আরতির সব আনুষ্ঠানিকতা। মহানন্দা আরতি আজ শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং পরিবেশরক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে -- নদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা , ভালোবাসা ও সংরক্ষনের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে শিলিগুড়ির মানুষদের মধ্যে।

Jyotsna Agarwala — The Enlightened Woman of North BengalSpecial Report

"The light that burns for itself dies in a moment; the light that burns for others shows the path for eternity."

This saying seems to have come true in the life of Jyotsna Agarwala.

A distinguished social worker, environmentalist, and cultural torchbearer of Siliguri and North Bengal, JyotsnaDevi today stands as a true beacon of inspiration. Her tireless dedication to the welfare of society and the environment follows in the footsteps of many great women like Roma Roy and other noble souls who dedicated their lives to humanity.

Every year, under the initiative of the Uttar Banga Poush Mela Trust, she organizes the Uttar Banga Poush Mela on the banks of the Mahananda River during December and January. This fair is not just a celebration—it is the heart-beat of North Bengal's culture. It has become a confluence of talented local artists, craftsmen, musicians, and lovers of art and literature. Through this fair, she has played a remarkable role in promoting local culture, encouraging emerging talents, and preventing the illegal occupation of the riverbank areas.

"Protecting the environment means protecting our very existence."Inspired by this belief, Jyotsna Devi has become a relentless warrior in Siliguri's environmental conservation and the Save Mahananda Movement. On every full moon night, she organizes the Mahananda Arati, a sacred ceremony jointly conducted by Namami Gange and Mahananda Bachao Committee, to invoke reverence and devotion towards the river.

She often says,"Saving the Mahananda means saving our own lives."

She consistently appeals to the public to prevent pollution of the river during festive occasions.

Yet, life's adversities have never been able to shake her indomitable spirit. On the eve of Durga Puja, she suffered a serious leg injury and is now bedridden. But even from her sickbed, her sense of social responsibility remains unbroken. Through the members of the Uttar Banga Poush Mela Trust, she ensured that gifts were delivered to the little girls of Sini Home as every year. Even on Lakshmi Puja, she supervised the entire Mahananda Arati over the phone from her home.

"True strength lies not in the body, but in the soul."

Her life is a living embodiment of this truth.

She is not only a compassionate social worker but also a skilled lawyer and tax practitioner. Though she has a political identity, she rises far above it through her humanitarian work. Helping with a girl's marriage, supporting underprivileged but meritorious students, or extending financial aid for the medical treatment of the needy—these acts of kindness define her daily life.

"The woman who lights a lamp in another's darkness is the true Goddess."

Indeed, these words seem written for her. Jyotsna Agarwala stands as a rare example of humanity—her light brightening countless lives like the full moon's glow. True to her name, she herself is Jyotsna—the radiant moonlight.

The women-led Durga Puja of New Matri Sangha at Mahakal Palli, Siliguri, has stepped into its 10th year.

Interestingly, the journey of this Puja too began under the initiative of social worker Jyotsna Devi.

On the other hand, Jyotsna Devi and the Uttar Banga Poush Mela Trust have also played a pivotal role in the inception of Surya Sen Park in Siliguri.There was a time when the area by the Mahananda River, where the park now stands, was neglected — a place once known for addiction and various antisocial activities.

However, through the dedicated efforts of Jyotsna Devi and her associates, the Poush Mela breathed new life into the region.

With the light of culture, the surroundings transformed, creating a positive and vibrant social atmosphere.

In the course of time, these continuous efforts led to the establishment of Surya Sen Park, which today stands as a shining chapter in the history of Siliguri.

Khabarer Ghanta prays to Maa Kali, the Supreme Divine Mother, for her swift recovery and long, healthy life. May Jyotsna Devi regain her strength soon and continue to be a source of courage, compassion, and inspiration for everyone around her

"If a woman wills, she can change the world."

— Swami Vivekananda

Jyotsna Agarwala is that woman of change—the pride of North Bengal, an inspiration to society, and a radiant beacon of humanity.

Khabarer Ghanta bows to her with respect, reverence, and heartfelt wishes.

সকলের মন পবিত্রতায় ভরে উঠুক আলোর উৎসবে

শিবেশ ভৌমিক

(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি --সমাজসেবী)

সকলকে শুভ বিজয়া। মায়ের বিসর্জনের বিষন্নতা কাটিয়ে বাঙালি মাতলো লক্ষী মায়ের পুজোতে। দুর্গা পুজোর জন্য অপেক্ষা করতে এখন থেকে প্রায় এগার মাস বাকি। তবে কয়েকবছর থেকে লক্ষ্য করছি, আমাদের ছোটবেলার সময় আর এখনকার ছোটদের সময়-- অনেক পার্থক্য। আমরা শৈশবে প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে পুজো শেষ হওয়া পর্যন্ত বেশ আনন্দে থাকতাম। বিজয়াতে নিজেদের বাড়িতে অভিভাবকদের প্রণাম করার পাশাপাশি পাড়াতে বয়স্ক গুরুজনদের প্রনাম সারতাম। মিষ্টি , মোয়া , নারকেল নাড়ু খেতে খেতে পেট ভরে যেতো। এখনকার ছেলেমেয়েদের খুব একটা আনন্দ করতে দেখা যায় না। পা-য়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পুরনো রীতি প্রায় নেই বললেই চলে। হয়তো আধুনিকতা আর মুঠো ফোন এর জন্য দায়ী। আসছে এবার শ্যামা মায়ের পুজো। আসছে পুজো, এই অপেক্ষাতেই আনন্দ বেশি। কাছে এলেই আনন্দ ফুরিয়ে যায়। আমরা বাঙালিরা এই দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালী মায়ের পুজোর আয়োজন বেশি করে থাকি ।বাংলার বাইরে আবার এই কালীপুজোর সময় লক্ষী পুজো হয়। সঙ্গে দীপাবলি উদযাপিত হয়। আগে মাটির প্রদীপ

ছিল একমাত্র ভরসা। তারপরে এলো মোমবাতি। আর এখনতো বৈদ্যুতিক নানা আলোতে চারদিক আলোয় ভরে ওঠে। মাটির প্রদীপ এখন নিয়ম রক্ষার্থে ব্যবহার হয়। অমাবস্যাতে প্রতিটি বাড়ি আলোয় ভরে উঠবে। চারদিক আলোর ঝর্ণাধারায় ভরে উঠবে, হারিয়ে যাবে অন্ধকার। আমাদের মনও পবিত্রতায় ভরে উঠুক এই আলোর উৎসবে। মনও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাক।

এই উৎসবের বিশেষ দিক হলো আতসবাজি। আগে শব্দ বাজি খুব ব্যবহার হোত। এখন শব্দ বাজি অনেক নিয়ন্ত্রনে। ব্যবসায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো, সরকার অনুমোদিত বাজি কেনাবেচা বা ব্যবহার করুন। অভিভাবক অভিভাবিকাদের কাছে অনুরোধ, শিশুদের সাবধানে রাখবেন যাতে কোনোভাবেই এই আনন্দ নিরানন্দে পরিনত না হয়। যাই হোক শ্রী শ্রী মায়ের কালী পুজো আসছে, তারপর আসছে ছট মায়ের পুজো। সবাইকে জানাই অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বড়দের প্রণাম, ছোটদের অন্তর থেকে একরাশ ভালোবাসা। পরিবারের সকলে আনন্দে মেতে উঠুন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন--মায়ের কাছে রইলো আমার বিশেষ প্রার্থনা।

With Best Compliments From

HOTEL DOLLY PVT. LTD.

Bidhan Road, Siliguri -734401

Phone : 0353-2777223/2640388/89,0353-2777226

E mail : hotel_dolly@yahoo.co.in, Website : www.hoteldollyin.com

সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি সেবক রোডে রসিক লাল ঘোষ সরনির বাসিন্দা সঙ্গীত শিল্পী মিতালি ঘোষকে সংবর্ধনা প্রদান করলো খবরের ঘন্টা। মিতালিদেবী বহু দিন বলা চলে শৈশব থেকেই সঙ্গীত চর্চা শুরু করেন। বালুরঘাটে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। সেই সময় থেকেই সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়। আর শিলিগুড়িতে বিয়ে হয়ে আসেন। আজ স্বামী পুত্র সংসার সামলেও তিনি সঙ্গীত চর্চা ছাড়েননি। রবীন্দ্র সঙ্গীতকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দেন। তার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল, নজরুল গীতি, ভক্তিমূলক সঙ্গীততো আছেই। সঙ্গীত চর্চা তিনি প্রতিদিনই করেন। তাঁর কথায়, সঙ্গীত চর্চা করলে মন ভালো থাকে। সঙ্গীত যেন মনের অক্সিজেন। এখন তিনি সঙ্গীত চর্চার পরিবেশ ছড়িয়ে দিতে তৈরি করেছেন সংস্থা গানে গানে আমরা কজন। আর গানে গানে আমরা কজন সংস্থার তরফে মিতালীদেবী বিভিন্ন সময় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মহালয়ার দিনেও সেবক রোডে রসিক লাল ঘোষ সরনি এলাকায় তাঁরা আয়োজন করেন আগমনী অনুষ্ঠান যা অনেকের মনে দাগ কাটে। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াতে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে খবরের ঘন্টা। মিতালীদেবী বলেন, তিনি চান নতুন প্রজন্ম ভালো থাকতে সঙ্গীত চর্চায় মেতে উঠুক।

With Best Compliments From :

Cell : 9733323001

GROWELL

Deals in :- BOOK VARIETY, ICSE, CBSC, LIBRARY BOOKS
SCHOOL UNIFORM, PRINTING & OFFICE STATIONARIES

Vidyapeeth Road, Deshbandhu Para, Siliguri- 734004

শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা বা রামপ্রসাদরা কেন যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক

অরুনাভ পাল (শিলিগুড়ি)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ কিংবা বামাক্ষ্যাপার দর্শন কেন আজো আলো ছড়াচ্ছে। তাদের শিক্ষার ডিগ্রি না থাকলেও কেন তাদের জ্ঞান, শক্তি ও প্রভাব যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে।এ নিয়ে প্রশ্ন শোনা যায় প্রায়ই। তাই এই লেখাতে আলোচনা করছি। এই মহাসাধকরা তথাকথিত বইয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তাঁদের অন্তর ছিল অত্যন্ত জাগ্রত ও নির্মল। যেখানে আমাদের মন নানা কামনা-বাসনায় আচ্ছন্ন,সেখানে তাঁদের মন ছিল একনিষ্ঠভাবে মা কালীর প্রতি নিবেদিত। এই গভীর একাগ্রতা থেকেই তাঁরা ঈশ্বর-সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন-- অর্থাৎ, তাঁরা 'মা'-কে শুধু বিশ্বাস করতেন না, অনুভব করতেন, দেখতেন, কথা বলতেন। রুপক অর্থে বলা যায়, যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে পাওয়ার বা বিদ্যুৎ আসে ঠিক সেইভাবেই ওই মহাসাধকরা দিব্য শক্তি কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তাদের শরীর ছিল সাধারণ কিন্তু আত্মা ছিলো ঐশ্বরিক শক্তিতে চার্জড-- সেই কারণেই তাঁরা মানুষের মধ্যে দেবত্ব জাগাতে পেরেছেন।

এই সাধকেরা বই পড়ে নয়, অর্ন্তদৃষ্টি থেকে জ্ঞান পেয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন--" যে মা-কে সত্যি ডাকে, মা নিজে তার মুখ দিয়ে কথা বলেন। 'তাঁদের বচন, উপদেশ, গান--সব যেন ঈশ্বরীয় সুরে অনুপ্রাণিত ছিলো। তাই আজও সেগুলো শুনলে মন কাঁপে, আত্মা জেগে ওঠে।

তাঁরা শিখিয়েছেন--ঈশ্বর দূরে নয়, আমাদের ভিতরেই আছেন। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, " মন,তুই মা কালীকে খুঁজিস কোথায়, ওঁনি যে তোকে রাখেন হৃদয়-মাঝে।" এই সত্য উপলব্ধি মানুষকে মুক্তি দেয়, তাই তাঁরা কালজয়ী। তাঁদের সাধনা ছিল ভক্তির বিজ্ঞান --যুক্তি নয়, অনুভব। যেমন আধুনিক বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক শক্তি আবিস্কার করেছেন, তেমনি তাঁরা আবিস্কার করেছিলেন দিব্য শক্তির রহস্য--যা আসে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে। মা কালীর সঙ্গে তাঁদের গভীর সংযোগ ছিলো। যেমন বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে বাতি জ্বলে ওঠে, তেমনি তাঁরা দিব্য সংযোগ পেয়ে নিজেরা আলোকিত হয়েছিলেন-- আর সেই আলো আজও আমাদের পথ দেখায়।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা ঃ
RAJFIREWORKS
গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ
উদ্‌যাপন (১৯৬০-২০১০)
CELEBRATION (1960-2010)
Hatiramjote, Po.Leusipakuri, Dist.
Darjeeling, West Bengal
Phone no. 9933003560
MANUFACTURER OF GREEN FIRE WORKS
GREEN FIRECRACKERS
CSIR-NEERI-INDIA
NE/WB/790-01/2022
RAJ's
MEGA
RAJ FIRE WORKS

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR, WARD NO. 40, SILIGURI-734006

সকলকে দীপাবলি ও কালি পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Cell : 8509829606

Labannya

LADIES BEAUTY PARLOUR & TRAINING INSTITUTE

লাবণ্য লেডিস বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি

নমস্কার, সুন্দরী মহিলারা! আপনারা সৌন্দর্য্যের জন্য শিবমন্দির, শিলিগুড়িতে অবস্থিত লাবণ্য লেডিস বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আপনাকে স্বাগতম! আমরা শিলিগুড়ির শ্রেষ্ঠ নেচারোপ্যাথি ও হার্বাল ফেসিয়াল সেন্টার হিসেবে পরিচিত।

আমাদের সুবিধা ঃ

নেচারোপ্যাথি ও হার্বাল ফেসিয়াল ঃ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য বাড়ান।

এইচডি মেকআপ ট্রেনিং ঃ পেশাদার মেকআপ শিল্পী হতে চান? আমাদের বিশেষ কোর্সে যোগ দিন!

ফুল পার্লার কোর্স ট্রেনিং ঃ বিউটি পার্লারের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ুন।

আমাদের দক্ষ দল আপনাকে বিশেষ পরিষেবা দেবে, যা আপনার সৌন্দর্য্যকে আরো মুগ্ধকর করে তুলবে। তাড়াতাড়ি আসুন, আমাদের দোকানে এসে নিজেকে গড়ে তুলুন।

স্থান ঃ শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

আজই যোগ দিন এবং সুন্দর হওয়ার আনন্দ উপভোগ করুন।

BEST NATUROPATHY HERBAL FACIAL CENTER IN SILIGURI SHIBMANDIR
HD MAKEUP TRAINING ● FULL PARLOUR ● COURSE TRAINING

ডাঃ জি বি দাস --উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা মহলে এক অতি পরিচিত নাম ডাঃ জি বি দাস। দীর্ঘদিন তিনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন।পরবর্তীতে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, যা আজ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার পাকুড়তলা মোড়ে এক বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত।

মানবসেবাই তাঁর একমাত্র ধর্ম। প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত রোগী দেখেন তিনি। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মানুষ আসেন তাঁর কাছে চিকিৎসা নিতে-- কেউ হোটেলে রাত কাটান, কেউ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেন একবার ডাক্তার দাসের পরামর্শ পাওয়ার আশায়। তাঁর পুত্র ডাঃ বিনায়ক দাসও পিতার পথ অনুসরন করে আজ এক সফল স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

ডাক্তার জি বি দাস সর্বদা রোগীদের সঙ্গে আচরনে আন্তরিক ও সহৃদয়। তাই অসংখ্য মানুষ শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়, একজন মানবিক মানুষ হিসেবেও তাঁকে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। দীপাবলির শুভেচ্ছা বার্তায় ডাক্তার জি বি দাস সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, “ আলোর উৎসবে এমনভাবে আনন্দ করুন যাতে আপনার আনন্দ কখনও অপরের অস্বস্তি বা বিপদের কারন না হয়। আলো ছড়াক সবার জীবনে--সুস্থতা, শান্তি ও সৌহার্দের আলো।

নির্মল কুমার পাল-- সমাজমনস্ক এক সংগঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির অন্যতম এক প্রান কেন্দ্র হায়দরপাড়ার এক সুপরিচিত নাম নির্মল কুমার পাল ওরফে নিমাই। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্লাব শুধু উৎসব নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এই বছরের দুর্গাপুজোয় তাঁদের ক্লাবের থিম ছিল “ তিন কাল”-- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। শিল্পের মাধ্যমে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছিলেন সময়ের প্রবাহে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সম্পর্ক। সেই সঙ্গে তাঁরা সমাজকে দিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা -- পরিবেশ রক্ষা আমাদের সবার কর্তব্য। এই অভিনব থিম ও সামাজিক বার্তা মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে এবং নানা মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

দুর্গা পুজোর আনন্দের পর এবার শহর প্রস্তুত দীপাবলি ও কালী পুজোর আলোর উৎসবে মেতে ওঠার জন্য। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নির্মল কুমার পাল বলেন,“ এবার দুর্গাপুজোর শেষে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের গভীর দুঃখে ভাসিয়েছে। পাহাড় থেকে সমতল-- সব জায়গায় মানুষ বিপন্ন, বহু প্রানহানি হয়েছে, অনেকের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। তাই দীপাবলির উৎসবের আলোয় মেতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে সেই সব অসহায় মানুষদের, যাঁরা আজও কষ্টে আছেন।”

তিনি আরও বলেন,“ দীপাবলি আমাদের ঐতিহ্যের উৎসব, এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয় শ্যামা পুজো। মা শ্যামার কাছে আমরা প্রার্থনা করি-- যেন আমরা সকলে মিলে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারি, মা যেন আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান। ” নিমাইবাবু আলোর উৎসবে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন আনন্দে অংশ নিতে। তাঁর কথায়,“ বাজি পোড়ান, আনন্দ করুন, কিন্তু এমনভাবে করুন যাতে পরিবেশ, পশুপাখি বা প্রতিবেশীর অসুবিধা না হয়। পরিবেশবান্ধব দীপাবলিই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রতিজ্ঞা। ” নির্মল কুমার পাল জানিয়েছেন,“শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, সেই সঙ্গে দীপাবলি ও ছট পুজোর আগাম শুভেচ্ছা। আলো ছড়াক সবার জীবনে, মুছে যাক অন্ধকার ও দুঃখের ছায়া। ”

অন্ধকারে আলো খুঁজছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র আতসবাজি কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তরবঙ্গের একমাত্র আতসবাজি কারখানা রাজ ফায়ার ওয়ার্কস আজ প্রায় অন্ধকারে ডুবে আছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাখরি হাতিরামজোতে অবস্থিত রাজ ফায়ার ওয়ার্কস, একসময় ছিল ওই এলাকায় বহু মানুষের অর্থ রোজগারের প্রানকেন্দ্র। গ্রামবাসীর অনকে জীবিকা নির্বাহ করতেন এই কারখানার উপর নির্ভর করে। দীপাবলি বা কালীপুজোর সময় কর্মচাঞ্চল্যে মুখর থাকতো ওই এলাকা।

বিভিন্ন ধরনের আতসবাজি-- সবই তৈরি হোত সেখানেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে চাহিদা। পরিবেশ সচেতনতার জোয়ারে বাজারে জায়গা করে নিয়েছে পরিবেশবান্ধব আতসবাজি। এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েই রাজ ফায়ার ওয়ার্কসের কর্ণধার জয়ন্ত সিংহরায় উদ্যোগ নেন সবুজ ও দূষনমুক্ত বাজি তৈরির।

তবে এবারের অবস্থা আর আগের মতো নেই। পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং নানান বেড়াজালে উৎপাদন অনেকটাই কমে গিয়েছে। যে কারখানায় একসময় ডজন ডজন শ্রমিক কাজ করতেন, আজ সেখানে নীরবতা। বহু শ্রমিক পেটের তাগিদে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন-- কেউ চপ বিক্রি করছেন, কেউবা দিনমজুরি করছেন।

তবুও জয়ন্তবাবু হার মানেননি। তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তা ও অভিজ্ঞতা এখনও আশার আলো দেখায়। তিনি চান রাজ ফায়ার ওয়ার্কসকে আবার নতুনভাবে গড়ে তুলতে --- একটি পরিবেশবান্ধব আতসবাজি কেন্দ্র হিসেবে, যা আবারও উত্তরবঙ্গের গর্ব হয়ে উঠবে। স্থানীয় মানুষও চাইছেন প্রশাসনের সহায়তা। তাঁদের একটিই দাবি-- এই ঐতিহ্যবাহী কারখানাকে বাঁচানো হোক, যাতে আবার অমাবস্যার অন্ধকারে আলো জ্বেলে ওঠে রাজ ফায়ার ওয়ার্কস। রাজ ফায়ার ওয়ার্কস এর জন্য তৈরি হোক সবরকম পরিকাঠামো।

শুধু একটি কারখানা নয়, এটি বহু মানুষের জীবিকার প্রতীক। প্রশাসনের সহযোগিতা ও সমাজের সচেতন অংশের উদ্যোগেই হয়তো আবারও জ্বলে উঠবে সেই আলো, যেখান থেকে একদিন দীপাবলির আনন্দ ছড়িয়ে পড়তো গোটা উত্তরবঙ্গে।

চারদিকের অন্ধকার দূর হোক

মৃনাল পাল
(সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, দুই মাইল, শিল্প তালুক, সেবক রোড, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ বিজয়ার সঙ্গে দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অন্ধকার থেকে আলোর উৎসব হলো দীপাবলি। এই সময় অমাবস্যার রাতে আমরা কালী পুজো করি। কালী পুজো মানে মাতৃ আরাধনা । আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু একটি কথা গুরুত্ব দিয়ে বলবো, যখন আমরা মাতৃ আরধনা করছি তখন নারী সমাজের প্রতি আমরা যাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি তা দেখতে হবে। পুজো উৎসবে সামনে রেখে আমাদের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ নানারকম সামাজিক কাজ করে। এবারে দুর্গা পুজোর সময় আমরা হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে স্টল দিয়েছিলাম।সেখানে পুজো দর্শনার্থীদের মধ্যে আমরা পানীয় জল বিতরন করেছি। তার সঙ্গে বুঁদিয়া দেওয়া হয়েছে। এভাবে উৎসব পর্বে গরিব সাধারণ মানুষকে পেট পুরে খাওয়ানোর জন্য আমাদের নানারকম সেবা কাজ চলতে থাকে। কোনো মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে তারজন্য আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহন করে থাকি। সকলকে আবারও দীপাবলির শুভেচ্ছা। এই অন্ধকারের অমাবস্যার সময় বলবো, চারদিকে আলোর মালা ফুটে উঠুক। আমাদের মনের মধ্যে থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠুক।

দীপাবলিতেও আমাদের সামাজিক কাজ চলবে

নবকুমার বসাক
(কর্ণধার, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে শুভ বিজয়া। আমাদের সামাজিক ও মানবিক কাজ সারা বছর ধরেই চলতে থাকে। শুধু উৎসব পর্বে আমরা কাজ করি না। তবে হ্যাঁ, উৎসব পর্বে আমাদের কাজের দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে যায়। আমরা চাই, সবাই যেন আনন্দে থাকে। একদল মানুষ আনন্দ করবে, আরেকদল মানুষ দুঃখে থাকবে তা সত্যি মেনে নেওয়াটা কষ্টকর। অসহায় দরিদ্র মানুষদের কথা চিন্তা করে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সারা বছর ধরে কাজ চালিয়ে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো, দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যে প্রতি মাসে চাল, ডাল পৌঁছে দেওয়া। আমরা বিভিন্ন বাড়ি থেকে পুরনো কিন্তু ভালো জামাকাপড় সংগ্রহ করি। তারপর সেই সব জামাকাপড় বিতরন করি অনগ্রসর চা বাগান এলাকাতে। আবার আমাদের সংস্থার মাধ্যমে অনেকে তাদের বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন পালন করেন চা অনগ্রসর বস্তি এলাকাতে। এভাবে অনেক মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। সমাজের জন্য কিছু কাজ করতে অনেক মানুষ এগিয়ে আসছেন। দীপাবলিতেও আমরা কিছু সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করবো। এরমধ্যে অন্যতম হলো, পরিবেশ বান্ধব বাজি অনগ্রসর শিশুদের মধ্যে বিলি করা। কেউ যদি তাদের কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান দরিদ্র অনগ্রসরদের নিয়ে করতে চান, তবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী সংহতি মোড়ের পাশে দেবগীতা এপার্টমেন্টে আমাদের অফিস।

ছট পুজোর জন্য পরিবেশ রক্ষার আবেদন

রমেশ শা
(কর্মকর্তা, গীতা দেবী ঘাট, সমর নগর, শিলিগুড়ি ও মানবাধিকার কর্মী)

সকলকে শুভ বিজয়া। এবং শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে ছট পুজোর আগাম শুভেচ্ছা জানাই। সূর্যদেব এবং জলকে সামনে রেখে ছট পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই ছট পুজো এক নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পুজো। পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি আমাদের কতটা ভালোবাসা রয়েছে তা বোঝা যায় ছট পুজোর মাধ্যমে। ছট ব্রতীর প্রচন্ড কঠিন পরিস্থিতি বা শৃঙ্খলা মেনে পুজোর আয়োজনে ব্রতী হন। শিলিগুড়িতে যতগুলো ছট পুজো হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো সমরনগরে মহানন্দা ও মহিষমারি নদী লাগোয়া গীতা দেবী ঘাট। রাজ্যের এক মাত্র গীতাদেবী ঘাটেই রয়েছে সূর্য দেবের মন্দির। সেই ঘাট সুন্দর করে সাজানো হয়েছে । ঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সেই ঘাটে এবারও আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ছট পুজোর আরাধনায় ব্রতী হবো। ছট পুজো উপলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন রকম বিষয়কে সামনে রেখে সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করি। যেমন নারী নির্যাতন বন্ধ করা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা, তার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করা। আমরা সকলে যাতে বৃক্ষ রোপনে ব্রতী হই, যাতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এর ব্যবহার বন্ধ করি সেই প্রচারও আমরা করে থাকি। এর বাইরে নদীর জল যাতে দূষিত না হয় তার আবেদনও আমরা করে থাকি। নদীকে আমাদের সকলে মিলে রক্ষা করতে হবে। নদী হলো আমাদের প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই নদী আমাদেরকে সকলে মিলে রক্ষা করতে হবে। নদী না থাকলে আমাদের বিরাট বিপদ হবে।

সবশেষে আবারও সকলকে ছট পুজোর আগাম শুভেচ্ছা। সকলকে আমাদের চম্পাসারি সমর নগর গীতাদেবী ঘাটে আমন্ত্রন রইলো। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

শক্তিরুপিনী

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

উমার রুপের নেই তুলনা যতই দেখি মন ভরে না।
শিবের ঘরনী উমা আমার বিশ্ব জোড়া মহিমা অপার ।
দক্ষ রাজা উমার পিতা যজ্ঞ করে তাই--
রাজার জামাই ভিখারী সে আমন্ত্রণ নাই।
চন্ডাল বেশে ত্রিশূলধারী রুদ্রমূর্তি মাতাল
চারিদিকে উথাল-পাথাল স্বর্গ মত্ত পাতাল।
সূর্য ওঠা ডুবল বুঝি আধার হলো বিশ্ব
ব্রহ্মা-বিষ্ণু নিদ্রা ভঙ্গ।
দেবকূল সব বিধ্বংস।
উঠল ক্ষেপে সুদর্শন চক্র সুদর্শন চক্র সতী
হলো একান্ন খন্ড।
তীর্থভূমি এই ভুবনে আরাধনায় দেবী অখন্ড

রক্ষা করো তোমার ভারত ভূমি

মুকুল দাস (বয়স--১০০)

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ,
নদী কহে তোমাকে দেখে পাই না ভয়,
ওহে সাগর তোমার ভয়ে ভীত নয় আমার
হৃদয়।
এইভাবে শিব-কালী যুদ্ধে অবতীর্ণ।
চলছে উত্তাল তরঙ্গ,
কার জয় কার পরাজয়,
শিব কালীর যুদ্ধ দেখে জনমানব পায় ভয়।
বাবার হাতের ত্রিশূল,
মায়ের হাতের খর্গ,
জনমানব বলে এটাই নাকি ধর্মযুদ্ধ।
কুরু পান্ডবের যুদ্ধ, হলদিঘাটের যুদ্ধ,
পানিপথের যুদ্ধ ---
এইসব যুদ্ধে হয়েছিল কত ধ্বংস,
এখন দেখি ভারতবর্ষ তারই এক অংশ,
রক্তক্ষয়ী দিনগুলি কবে শান্ত হবে?
নির্যাতিত নিপীড়িতরা কবে শান্তি পাবে?
কবে শান্তিতে মানুষ করবে বাস?
যার যার ধর্ম সেসে নিয়ে থাক,
দেশকে ভালোবাসো,
সৎ পথে চলতে শেখো,
প্রয়োজনে সবাই দাও বন্দেমাতরম ধ্বনি।
ভারত মাতা রক্ষা করো তোমার ভারত ভূমি।

দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই পুজো

উৎপল সরকার

(সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন)

সকলকে শুভ বিজয়া। সেই সঙ্গে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবারে দীপাবলি আমাদের কাছে দুঃখের বার্তা নিয়ে আসছে। তা হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন এলাকায় বহু মানুষ দুর্গত। অনেকের প্রানহানি হয়েছে। তার সঙ্গে অনেকের বাড়িঘর ভেসে গিয়েছে বন্যার জলে। বহু মানুষ দুঃখে রয়েছেন। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হলো প্রকৃত পুজো। যারা দুঃখে কষ্টে রয়েছেন তাদের মুখে হাসি ফোটালেই মা কালীর পুজো সার্থক হবে। তবে ভাবতে হবে পরিবেশ নিয়ে। কেন আজ অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে, কেন এতো গরম পড়ছে। পাহাড়ে অনেক ভারী যানবাহন চলাচল করছে। পাহাড়ে অনেক বড় বড় পাকা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা কতটা সমীচিন তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। অতীতেতো আমরা সব কাঠের বাড়ি দেখেছি। আবার সমতলে নদীর চরে, নদী যেখান দিয়ে প্রবাহিত হবে , নদীর সেই রাস্তায় অনেক জনবসতি গড়ে উঠছে। এবার হঠাৎ বেশি বৃষ্টি নদী তার ভয়াল রুপ ধারন করে তার রাস্তা দিয়ে চলতে চাইবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই রাস্তায় যদি লোকজন বসবাস করেন তবে তো ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে। বিষয়টি নিয়ে এখন একটু চিন্তা করার সময় এসেছে। যাই হোক সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

গৌরী চৌধুরীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তিনি একজন কবি, সমাজসেবায়ও সমানভাবে যুক্ত। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও অক্সিজেন সঙ্গী করে সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগজিৎ চৌধরী রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। শিলিগুড়ির দাগাপুরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ লিগাল স্টাডিজেরও পরিচালনায় রয়েছেন তিনি ও তার পরিবার। বিজয়া দশমীর শুভ তিথিতে খবরের ঘন্টা তাঁকে সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে তাঁর বাসভবনে।

শ্রীমতী গৌরী চৌধরী-- মাতৃশক্তির অনন্য প্রতীক। কবি, সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবার এক উজ্জ্বল নাম শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী। নিয়মিত লেখালেখি ও সামাজিক কর্মকান্ডে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তাঁকে নিয়মিত অক্সিজেন নিতে হলেও, জীবনযুদ্ধে কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাঁর সৃজনশীলতার আলো নিভিয়ে দিতে পারেনি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগজিৎ চৌধুরী বর্তমানে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজের মূল পরিচালনভার তাঁদের পরিবারের হাতেই।

বিজয়া দশমীর শুভ তিথিতে খবরের ঘন্টা শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে গিয়ে এক বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করে। মাতৃশক্তির এক ব্যতিক্রমী উদাহরন হিসেবে শ্রীমতী গৌরী চৌধুরীকে সেই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,“ শ্রীমতী গৌরি চৌধুরীর জীবনসংগ্রাম এবং সৃজনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের জন্য প্রেরনা।”